দ্য ভয়েস অব ওয়াদি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:7 Issue:43 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ১৮ সফর ১৪৪৪ হিজরি ● ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ ● ৩০ ভাদ্র ১৪২৯ ● শুক্রবার | সপ্তম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

ভাইজানের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ সফর

যাত্রা শুরু হয়েছিল ১০ সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল সকাল। প্রতাপপুর দরবার শরিফ থেকে সোশ্যাল মিডিয়া এবং যুব ইউনিটের কর্মীদের নিয়ে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কাফেলা রওনা হল মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে। নেতৃত্বে স্বয়ং আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। দোয়ার পর ছাড়ল বাস। পূর্ব মেদিনীপুরের প্রতাপপুর দরবার শরিফ থেকে মুর্শিদাবাদের দূরত্ব বেশ কয়েকশো কিলোমিটার। তাহলে এতদূর উজিয়ে সেখানে যাবার উদ্দেশ্য কী? প্রশ্ন থাকতেই পারে। কিন্তু উত্তর যে নিহিত আছে প্রশ্নের মধ্যেই। *বিস্তারিত ৩-এর পাতায়*

এক ঝলকে

মাতৃহারা রাজা চার্লস

● সদ্য মাকে হারিয়েছেন। ফলে ভেতরে শোকের প্রবাহ গভীর। তবুও তিনি রাজা। তাঁর কিছু দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই সোমবার ব্রিটেনের রাজা হিসেবে প্রথমবার ব্রিটিশ সংসদে ভাষণ দিলেন রাজা তৃতীয় চার্লস। সাংবিধানিক শাসনের মূল্যবান নীতিগুলি বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁর মা তথা প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ নিঃস্বার্থভাবে যে দায়িত্ব পালনের উদাহরণ স্থাপন করে গিয়েছেন, সেই দৃষ্টান্তই অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ব্রিটেনের নতুন রাজা। রানির মৃত্যুর প্রেক্ষিতে এদিন লন্ডনের ওয়েস্টিনস্টার হলে প্রায় ৯০০ জন ব্রিটিশ সাংসদ এবং লর্ডসরা শোকবার্তা জানান।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

জাতীয় সংগীতের 'বিকৃতি' যোগী-রাজ্যে

● স্কুলের পাঠ্য বইতে জাতীয় সংগীতকে বিকৃত করে ছাপার অভিযোগ উঠল। যা নিয়ে এবার বিতর্কের মুখে পড়ল যোগী আদিত্যনাথের সরকার। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, উত্তরপ্রদেশের প্রায় আড়াই থেকে ৩ লাখ স্কুলের বইতে বিকৃত করে জাতীয় সংগীত ছাপা হয়েছে। সেখানে 'উৎকল' এবং 'বঙ্গ' শব্দ দু'টি বাদ দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে ওই সংবাদ সংস্থা। উত্তরপ্রদেশে প্রশাসন সূত্রে খবর, এই ভুল সরকারের তরফে হয়নি। ভুল করেছে প্রকাশক সংস্থা। ভুলটি নজরে আসার পরই ওই বইগুলি বদলে দেওয়া হয়েছে বলেও সাফাই দিয়েছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

৫০ বছর পর চাঁদে যাবে মানুষ!

● ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে চাঁদে অবতরণ করেছিল মানুষ। নাসার অ্যাপোলো মিশনে সেই শেষবার মানুষের চন্দ্রাভিযান সম্ভবপর হয়েছিল। সেইথেকে ৫০ বছর অতিক্রান্ত। আর চাঁদের মানুষ পাঠাতে পারেনি কোনও মহাকাশ সংস্থা। নাসা, এসা, ইসরো- কেউ সফল হয়নি চাঁদের মানুষ পাঠাতে। সম্প্রতি নাসা আর্টেমিস মিশন শুরু করতে চলেছে চন্দ্রাভিযানের লক্ষ্যে, তা বারবার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ভেঙে যাচ্ছে স্বপ্ন। মানুষ প্রথম চাঁদে যায় ১৯৬৯ সালে। সেই ঘটনা সারা পৃথিবীতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

ভারত জোড়ো। *কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত জোড়ো যাত্রার পথ চলা শুরু। লম্বা মিছিল কেরালায়।*

আনিসের ভাইয়ের ওপর হামলা
শাসকদলের বিরুদ্ধে
ফুঁসে উঠলেন আইমা প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি: আমতার নিহত ছাত্রনেতা আনিস খানের খুড়তুতো ভাই সলমন খানের ওপর সাম্প্রতিক দুষ্কৃতি হামলার প্রতিবাদে ফুঁসে উঠলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। কেন বারবার আনিসের পরিবারের ওপর হামলা হচ্ছে? কেন আনিসের আত্মীয়দের টার্গেট করা হচ্ছে? এই প্রশ্ন তোলেন তিনি। দুষ্কৃতীদের সাথে শাসকদলের যোগসাজোশ রয়েছে বলেও অভিযোগ তাঁর।

এদিকে সলমনের ওপর নৃশংস হামলার পর আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। কিন্তু মাত্র একদিন পরই তাঁকে ডিসচার্জ দিয়ে দেওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। মারাত্মকভাবে আহত একজন রোগীকে কীভাবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডিসচার্জ করে দেওয়া হল সে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আনিসের দাদা সাবির খান। অন্যদিকে সিপিআইএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এই ঘটনার পরপরই আনিসের বাড়িতে ছুটে যান। তাঁর

সঙ্গে ছিলেন এসএফআই ও ডিওয়াইএফের প্রতিনিধিরা। তাঁরা দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে আনিসের বাড়ি থেকে আমতা থানা পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিলও করেন।

আনিস খানের খুড়তুতো ভাই সলমন ও তাঁর স্ত্রী রাতের দিকে বিশেষ প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বের হয়েছিলেন। আচমকা কয়েকজন দুষ্কৃতী চড়াও হয় তাঁদের ওপর। তারপর ভোজালি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে সলমনকে। তাঁর স্ত্রীর চিৎকারে দ্রুত এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। রক্তাক্ত অবস্থায় সলমনকে তড়িঘড়ি উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে আইসিইউতে ভর্তি করে নেন। কিন্তু তার পরের দিনই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় হাসপাতাল থেকে। একজন আশঙ্কাজনক রোগীকে মাত্র একদিন পরেই ছেড়ে দেওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। সদুত্তর দিতে পারেননি সলমনের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকরাও। তাঁরা জানান সলমনের 'কেস'টা যথেষ্ট স্পর্শকাতর ছিল বলেই তাঁকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। কিন্তু স্পর্শকাতর রোগীকে একদিনে রিলিজ করা যায় কিনা জানতে চাওয়া হলে মুখে কুলুপ আঁটেন তাঁরা। ➪ *এর পর দুয়ের পাতায়*

যোগী-রাজ্যে দাদাগিরি আরএসএসের
রাস্তায় নামাজ পড়ার 'অপরাধে' কান ধরে ওঠবোস

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাস্তায় নামাজ পড়ার অপরাধে বাঙালি মুসলিম তীর্থযাত্রীদের কান ধরে ওঠবোস করানো হল। যোগী রাজ্যে আরএসএসকর্মীদের বিরুদ্ধে এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় গর্জে উঠেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন। তিনি বলেন, ভারতীয় সংবিধানে কোথাও বলা নেই যে রাস্তায় বসে নামাজ পড়া যাবে না। তাহলে যোগীরাজ্যে বাঙালি মুসলিম তীর্থযাত্রীদের এভাবে হেনস্থা করা করা হল কেন। কোথা থেকে এই সাহস পেল আরএসএস, সেই প্রশ্ন কিন্তু উঠে পড়েছে। শুধু ওঠবোস করিয়েই ক্ষান্ত নয় আরএসএস, তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হতে হয়েছে ১৭ বাঙালি তীর্থযাত্রীকে।

কলকাতা ও ২৪ পরগনা জেলা থেকে একটি বাস আজমীর শরিফের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। যাত্রার পথে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে ২৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর শাহাজাহানপুর একটি ধাবার পাশে ওই বাসের ১৭ জন যাত্রী নামাজ আদায় করছিলেন। সেই সময় আরএসএসের একটি দল তাদেরকে নামাজ পড়তে দেখে মারধর শুরু করে। নামাজ পড়ার 'অপরাধে' তাঁদের প্রত্যেককে কান ধরে ওঠবোস করানো হয়। ওঠবোস করিয়ে তাঁদের ভুল স্বীকার করানো হয়। আরএসএস-এর কর্মীরা এরপর পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ১৭ জনকে গ্রেফতার করে।

অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন বা আইমার সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন এই নক্করজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় সংবিধানে এমন কোনও উল্লেখ নেই যে রাস্তায় নামাজ আদায় করা যাবে না। রাস্তায় মণ্ডপ করে যদি বিভিন্ন পুজো করা যেতে পারে, রাস্তাজুড়ে যদি ২৫ ডিসেম্বর বড় দিনের উৎসব করা যেতে পারে, তাহলে পাঁচ মিনিটের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে কেন নামাজ আদায় করতে পারবেন না ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা। তাহলে যোগী-রাজ্যে এবার প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে আরএসএস কি মুসলিমদের নামাজ পড়াও বন্ধ করতে চাইছে। সেই প্রশ্ন কিন্তু উঠে পড়েছে। শুধু অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনই নয়, জমিয়তে উলামায়ে বাংলা-সহ অন্যান্য সংগঠনও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। সমস্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে দ্রুত ওই নিরীহ বাঙালিদের ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। শুধু উত্তরপ্রদেশ নয়, গোটা ভারতবর্ষজুড়ে আরএসএস মুসলিমদের উপর একের পর এক আক্রমণ নামিয়ে আনছে। আরএসএস ভারতবর্ষে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে। তারা চাইছে ভারতীয়দের একতাকে বিনষ্ট করতে। সেই আগুন ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। অবিলম্বে এই আগুন বন্ধ করার জন্যে দেশের সর্বোচ্চ বিচার ব্যবস্থা সুপ্রিম কোর্টকে উদ্যোগ গ্রহণ করার আর্জিও জানানো হচ্ছে।

ভারত এমন একটা দেশ, যার সংবিধান বহু ধর্মের, বহু ভাষার, বহু বর্ণের, বহু নৃগোষ্ঠীর এবং জাতিসত্তার মানুষকে একটা সামাজিক বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। আমাদের সবার উচিত বিবিধের মাঝে মিলন মহানের সেই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা। কিন্তু ভারতে বিশেষ কোনও পার্টি ও সংগঠন সেই ঐক্য ভাঙার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে আমাদের এক হয়ে লড়ার সময় এসেছে।

নন্দীগ্রাম পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দিলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: যে নন্দীগ্রাম আন্দোলন বাংলার রাজপাট তুলে দিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে, সেই নন্দীগ্রাম বেদখল হয়েছে সাম্প্রতিক নির্বাচনে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূলের। শুভেন্দুর কাছে হেরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নন্দীগ্রাম নিয়ে হাল ছেড়ে দেবেন, তা নয়। তিনি নন্দীগ্রাম পুনরুদ্ধারের টার্গেট ফিক্সড করলেন।

সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন, তারপর ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে। এই দুই নির্বাচনেই নন্দীগ্রাম তৃণমূলের জয় নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের নেতৃত্বকে নিয়ে খ ড়গপুরে একটি বৈঠকে বলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠক থেকেই তিনি নন্দীগ্রাম পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দেন। তিনি এদিন নন্দীগ্রাম হাতছাড়া হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশও করেন। ২০২১-এর বিধানসভায় তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন শেখ সুফিয়ান। তাঁকে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর রোষানলে পড়তে হয়। তিনি বলেন, কেন আমাদের হাতছাড়া হল নন্দীগ্রাম। কোথায় খামতি ছিল, তা খুঁজে বের করে আসন্ন নির্বাচনেই তা পুনরুদ্ধার করতে হবে।

পাখির চোখ
পঞ্চায়েত-লোকসভা

মমতা এদিন বুঝিয়ে দেন, যে নন্দীগ্রাম আন্দোলন রাজ্যে পরিবর্তন আনতে তৃণমূলকে পথ দেখিয়েছে, সেই নন্দীগ্রামকে হারাতে পারব না। নন্দীগ্রাম আমার চাই। তাই নন্দীগ্রামকে তৃণমূলের হাতে আনতে হবে।

➪ *এর পর দুয়ের পাতায়*

২৪-এ বিজেপি নিষ্কণ্টক নয়
মমতার সমীকরণ মেনে পোস্টার নীতীশ-যোগে স্লোগান অখিলেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিজেপি ২০২৪-এর নির্বাচনের নিষ্কণ্টক নয়! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুদিন আগে কলকাতায় একটি সমাবেশ থেকে বার্তা দিয়েছিলেন। অঙ্ক কষে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বিজেপির সীমাবদ্ধতা। বিজেপি জোট ছেড়ে নীতীশ কুমার বলেছিলেন, জোট হলে বিজেপি ৫০-এর নীচে নামবে। এবার নীতীশের সঙ্গে বৈঠকের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমীকরণ মেনে স্লোগান তুললেন অখিলেশ যাদব।

কলকাতার সমাবেশ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বাংলা, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশে যদি আমরা মিলেমিশে লড়াই করি, তবে বিজেপির ১০০ আসন কমে যাবে। এ জন্য তিনি সদ্য বিজেপি জোট ছেড়ে বেরিয়ে আসা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নামও করেন। আর বলেন, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের কথা।

এদিকে নীতীশ কুমার বিজেপি-জোট ছেড়েই ফর্মুলা দিয়েছিলেন বিজেপির আসন সংখ্যা ২০২৪-এর লোকসভায় ৫০-এর নীচে নামানোর। সেজন্যও তিনি বিরোধীদের একজোট হওয়ার কথা বলেছিলেন। শুধু বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসি রাওয়ের সঙ্গে যেমন তিনি বৈঠক করেছিলেন। বৈঠক করেছিলেন রাহুল গান্ধী থেকে শুরু করে সীতারাম ইয়েচুরি-সব বিরোধী নেতৃত্বের সঙ্গেও। এবার যেমন বৈঠক করলেন অখিলেশ যাদবের সঙ্গে। সম্প্রতি সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব ও জেডিইউ সুপ্রিমো নীতীশ কুমারের বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠক শেষে উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ে বড় বড় ব্যানার ও হোর্ডিং পড়েছে। সেখানে লেখা— 'ইউপি প্লাস বিহার, গয়ি মোদী সরকার'। অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ আর বিহার মিলে গেলে মোদী সরকারের পতন হয়ে যাবে। উত্তরপ্রদেশের লখ নউয়ের ওই ব্যানারে অখিলেশ যাদব ও নীতীশ কুমারের হাসি মুখে ছবি দেওয়া হয়েছে। এই স্লোগান তুলেছেন খোদ সপা সুপ্রিমো অখিলেশ। নীতীশ কুমার দিল্লি সফরে অখিলেশ যাদবের সঙ্গে দীর্ঘ সময় বৈঠক করেছেন। নীতীশ বিজেপির সঙ্গ ছাড়ার পর টুইট করে সেই সিদ্ধান্তকে সমর্থনও জানিয়েছিলেন অখিলেশ যাদব। এবার দিল্লিতে বৈঠকের পর সমাজবাদী পার্টি নতুন স্লোগান আমদানি করেছে। লখনউয়ে সমাজবাদী পার্টির রাজ্য অফিসের বাইরে ওই ব্যানার লাগানো হয়েছে। অখিলেশ মনে করছেন, নীতীশ কুমার বিজেপির সঙ্গে ছাড়ায় উত্তরপ্রদেশ সমাজবাদী পার্টির লাভ হবে। কারণ জেডিইউ, সপা বৃহত্তর জনতা পার্টির অংশ। সেই কারণে গোটা উত্তরপ্রদেশ এই প্রচার চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে সমাজাবাদী পার্টি।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন নীতীশের এই সিদ্ধান্ত বিজেপির ২০২৪-এর মিশনকে চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছে। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে একা সমাজবাদী পার্টি বিজেপিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিল। এবার তারা বিজেপিকে আরও কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুখে ফেলে দেবে বলে আশাবাদী।

➪ *এর পর দুয়ের পাতায়*

জ্ঞানবাপী-রায়ে হিন্দুপক্ষের মামলাকে বৈধতা, বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে পুজো করার দাবি নিয়ে হিন্দুপক্ষের করা মামলাকে বৈধতা দিল বারাণসী জেলা আদালত। ওই আদালতের বিচারপতি এ কে বিশ্বাস তাঁর রায়ে জানালেন, জ্ঞানবাপী মসজিদে পূজার্চনা করার জন্য হিন্দুপক্ষ যে আবেদন করেছে তা বৈধ। একইসঙ্গে হিন্দুপক্ষের করা মামলাকে চ্যালেঞ্জ করে জ্ঞানবাপীর 'আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটি' যে আবেদন করেছিল তাও খারিজ করে দেন ওই বিচারক। অর্থাৎ জ্ঞানবাপী মসজিদে শিবলিঙ্গ পাওয়ার দাবি এবং পুজো করা নিয়ে যে মামলা হয়েছে তাকে বৈধ বলে রায় দিয়ে আদালত জানিয়ে দিল এই মামলার শুনানি চলবে। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।

জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত গত বছরের আগস্ট মাসে। পাঁচ জন হিন্দু মহিলা দাবি করে, মসজিদের ওজুখানা ও তহখানা নাকি আসলে 'মা শৃঙ্গার গৌরী।' এছাড়াও মসজিদের ভিতরে পশ্চিম দিকের দেওয়ালে দেবদেবীর মূর্তি আছে বলেও দাবি তাদের। সেই মর্মে তারা বারাণসীর আদালতে জ্ঞানবাপী মসজিদে পুজো করার অনুমতি চায়। সেই মামলাতেই আদালতের বিচারক রবিকুমার দিবাকরের তৈরি করে দেওয়া কমিটির নির্দেশে মসজিদের ভিতরে শুরু হয় ভিডিও সার্ভে। এখান থেকেই নতুন মোড় নেয় জ্ঞানবাপী মামলা। যে সার্ভে রিপোর্ট সিল করা খামে আদালতে জমা দেওয়ার কথা ছিল, তার আগেই হিন্দুপক্ষের আইনজীবী মারফত রিপোর্ট লিক হয়ে যায়। সার্ভের যে ভিডিওগ্রাফি লিক হয়েছিল তাতে একটি ভাঙা ফোয়ারার অংশ নিয়েই তৈরি হয় বিতর্ক। হিন্দুরা সেটিকে শিবলিঙ্গ বলে দাবি করে এবং জ্ঞানবাপী মসজিদে পুজো করতে চেয়ে মামলা করে। ২০২১ সালের ২০ মে মুসলিম পক্ষ, অর্থাৎ 'আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটি' ১৯৯১ সালের ওয়ারশিপ অ্যাক্ট অনুযায়ী হিন্দুপক্ষের দাবিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু সবকিছু বিবেচনা করে শীর্ষ আদালত নিম্ন আদালত থেকে বারাণসী জেলা আদালতে মামলাটি পাঠিয়ে দেয়। সম্প্রতি জেলা আদালতের বিচারপতি এই মামলাতেই তাঁর রায় দিয়ে জানিয়ে দিলেন মামলাটি বৈধ। এদিকে বারাণসী জেলা আদালতের বিচারকের এই রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে। অনেকে এই রায়ের সমালোচনা করে জানিয়েছেন, ১৯৯১ সালের ওয়ারশিপ অ্যাকটে পরিষ্কার বলা আছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্থানের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার মামলা করা যাবে না।

➪ *এর পর দুয়ের পাতায়*

‘ইতিহাসের ভারে’ ন্যুব্জ

মাতৃহারা রাজা চার্লস সংসদ ভাসালেন আবেগে

লন্ডন: সদ্য মাকে হারিয়েছেন। ফলে ভেতরে শোকের প্রবাহ গভীর। তবুও তিনি রাজা। তাঁর কিছু দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই সোমবার ব্রিটেনের রাজা হিসেবে প্রথমবার ব্রিটিশ সংসদে ভাষণ দিলেন রাজা তৃতীয় চার্লস। সাংবিধানিক শাসনের মূল্যবান নীতিগুলি বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁর মা তথা প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ নিঃস্বার্থভাবে যে দায়িত্ব পালনের উদাহরণ স্থাপন করে গিয়েছেন, সেই দৃষ্টান্তই অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ব্রিটেনের নতুন রাজা।

রানির মৃত্যুর প্রেক্ষিতে এদিন লন্ডনের ওয়েস্টিনস্টার হলে প্রায় ৯০০ জন ব্রিটিশ সাংসদ এবং লর্ডসরা শোকবার্তা জানান। সেখানেই রাজা তৃতীয় চার্লস বলেন, তিনি এবার ইতিহাসের ওজন অনুভব করছেন। কারণ, সংসদ ভবনের ভিতরে অবস্থিত ঘরগুলি তাঁর মায়ের রাজত্বকালের নানা প্রতীকে পূর্ণ। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাজা তৃতীয় চার্লস বলেন, প্রয়াত মহামান্য রানি তাঁর দেশ এবং জনগণের সেবা করার এবং তাঁদের সাংবিধানিক সরকারের মূল্যবান নীতিগুলি বজায় রাখার জন্য অঙ্গীকার করেছিলেন খুব অল্প বয়সে। এবং সেই ব্রত অতুলনীয় নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি বরাবর পালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে চার্লস মহাকবি শেক্সপিয়রের প্রসঙ্গ তোলেন। বলেন, শেক্সপিয়র যেমন আগের রানি এলিজাবেথ সম্পর্কে বলেছিলেন, তেমনই (তাঁর মা) রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথও ছিলেন সমস্ত শাসকদের আদর্শস্বরূপ। ঈশ্বরের সহায়তা এবং আপনাদের পরামর্শে বিশ্বস্তভাবে সেই উদাহরণ অনুসরণের জন্য তিনি দৃঢ় ভাবে সংকল্পবদ্ধ থাকবেন বলেও তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন।

এদিন রাষ্ট্রীয় শোকপ্রকাশের সাংবিধানিক এই অনুষ্ঠানে সাংসদদের শোকবার্তাটি পড়ে শোনান হাউস অব কমন্সের স্পিকার স্যার লিন্ডসে হোয়েল। তিনি বলেন, ‘আমাদের শোক যতটা গভীর, আমরা জানি আপনার শোকের গভীরতা আরও অনেক বেশি। আমাদের প্রয়াত রানি, আপনার মায়ের সম্পর্কে প্রশংসাসূচক এমন কিছু আমরা বলতেই পারব না, যা আপনি আগে থেকেই জানেন না।’ শোকবার্তাটি পাঠের পর সেই লিখিত বার্তাটি রাজা তৃতীয় চার্লসের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রীয় শোকপ্রকাশ অনুষ্ঠানের শেষে রাজা তৃতীয় চার্লস এডিনবার্গের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে তিনি রানি ক্যামিলার সঙ্গে দেখা করবেন। তাঁরা প্রয়াত রানির কফিন নিয়ে যে রাজকীয় শোভাযাত্রা বেরোবে তার নেতৃত্ব দেবেন।

কাচের বাক্সে রানির গোপন চিঠি ২০৮৫-র আগে পড়া যাবে না

লন্ডন: ১৯৮৬ সালে চিঠিটি লিখে ছিলেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। চিঠিটিতে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরের মানুষের জন্য কোনও বার্তা আছে। সিডনি শহরের এক বিখ্যাত ভবনের এক গোপন কুঠুরিতে রাখা আছে চিঠিটি। আগামী ৬৩ বছরেও সেই চিঠি খুলে পড়তে পারবেন না কেউ, এমনই নির্দেশ রানির। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, চিঠি খুলতে হবে ২০৮৫ সালে, তার আগে নয়। তাতে যা লেখা আছে, তা পড়ে শোনাতে হবে সিডনির বাসিন্দাদের। শহরবাসীর প্রতি রানি কোনও বিশেষ বার্তা দিয়ে গিয়েছেন বলেই অনুমান করা হয়। তবে কী সেই বার্তা? বা কী বিষয়ে সেই বার্তা? না, তা কেউ জানেন না। জানেন না রানির একেবারে কাছের মানুষজনও। সিডনির কুইন ভিক্টোরিয়া বিল্ডিং-এ সযত্নে রাখা হয়েছে এ চিঠি। ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে রানি ভিক্টোরিয়ার নামাঙ্কিত ওই ভবনের কিছু কাজ হয়। সেই সময়েই চিঠিটি লিখেছিলেন দ্বিতীয় এলিজাবেথ। জানা যায়, একটি কাচের বাক্সে রাখা আছে তাঁর স্বহস্তলিখিত সেই চিঠি। চিঠি পড়ার ব্যাপারে যে নির্দেশ রানি দিয়েছেন, শুধু সেটিই দেখতে পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তাতে যা লেখা, তার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়— ‘শুভেচ্ছা! ২০৮৫ সালের একটি দিন বেছে নিয়ে চিঠিটা দয়া করে খুলবেন। আর সিডনিবাসীকে আমার বার্তা পড়ে শোনাবেন।’ নীচে তাঁর স্বাক্ষর।

উল্লেখ্য, কুইন ভিক্টোরিয়া বিল্ডিং খোলা হয়েছিল ১৮৯৮ সালে। ১৯৫৯ সালে সেই ভবন প্রায় ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে মালয়েশিয়ার একটি সংস্থা সেই ভবনটি পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করে। ১৯৮৬ সালে সেটি আবার খুলে দেওয়া হয়।

কিন্তু কেন সিডনিতে ব্রিটেনের রানির চিঠির এত মর্যাদা? কারণ, ব্রিটেনের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়াও রাজ পরিবারের শাসনের অধীনে পড়ে। কমনওয়েলথ স্টেটগুলির একটি অস্ট্রেলিয়া। যেখানে তখন রানির শাসন বহাল ছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেখানে হয়তো চার্লসের শাসন বহাল হবে। তবে সে বিষয়ে কিছু ধোঁয়াশা আছে।

রানি এলিজাবেথের কফিনবন্দি দেহ রাখা হচ্ছে এডিনবার্গের সেন্ট জাইলস ক্যাথিড্রালে।

কোভিড শেষে দুর্গাপুজো ঘিরে ফের উৎসবমুখর অ্যারিজোনা!

অ্যারিজোনা: ঢাকে কাঠি পড়তে আর মাত্র দু-সপ্তাহ বাকি। সময় খুব কম। ব্যস্ততা অনেক। সুদূর আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিমের শহর ফিনিক্স অ্যারিজোনাতেও আসছেন মা দুর্গা। তাই প্রতিবারের মতোই পুজোর প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। এই অঞ্চলে দুটো বড় পুজো হয়। যার মধ্যে সবথেকে প্রাচীন, ‘বেঙ্গলি কালচালার অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যারিজোনা’র (বিসিএএ) পুজো। টানা ৩৫ বছরের বেশি সময় ধরে দুর্গা পুজোর আয়োজন করে চলেছে বেঙ্গলি কালচালার এ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যারিজোনা। অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরছে, বাড়ছে জনপ্রিয়তা, সেইসঙ্গে এই পুজো ঘিরে প্রতিবারই নতুন রূপে উৎসবে মেতে উঠছে অ্যারিজোনা ও আশেপাশের এলাকার মানুষ।

সাধারণত সপ্তাহশেষেই হয় প্রবাসী পুজোগুলি। এখানেও এবারে ৩০ সেপ্টেম্বর শুক্রবারের সন্ধ্যে থেকে শুরু করে রবিবার ২ অক্টোবর সন্ধে পর্যন্ত চলবে তিনদিনের দুর্গোৎসব। শুক্রবার বোধন দিয়ে শুরু। সেদিন অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে থাকছে আনন্দ-মেলা। যেখানে একইসঙ্গে স্বাদ ও সাধের মেলবন্ধনে নজর টানবে নানা দেশি বিদেশি খাবার স্টল ও অন্যান্য বিক্রয়কেন্দ্র। আর থাকছে স্থানীয় শিল্পীদের অনুষ্ঠান।

শনিবার সারাদিন ধরেই চলবে পুজো, প্রসাদ বিতরণ, দুপুরের ভোগ খাওয়া, অতিথি শিল্পীদের গানের অনুষ্ঠান থেকে রাতের খাবার। রবিবার পুজোর শেষদিনও ভরে থাকবে মায়ের আরতি, দুপুরের খাওয়া, ধুনুচি নাচ, সিঁদুর খেলা ইত্যাদি চির চেনা পরিচিত মুহূর্তের আবেশে। আর দিন শেষে সেই চিরাচরিত বিসর্জনের বিষণ্ণতা যার শেষে গোটা বাংলার বাঙালির মতো অ্যারিজোনার প্রবাসীরাও বলে উঠবেন, ‘আসছে বছর আবার হবে’।

করোনা অতিমারীর প্রকোপে ২০২০-তে পুজো হয়েছিল ভার্চুয়াল। ২০২১-এ নিয়ম ছিল সশরীরে পুজোয় অংশ নিতে গেলে হলে ঢোকার আগে দর্শনার্থীকে ভ্যাকসিন নেবার শংসাপত্র দেখাতে হবে। ভেতরে মাস্ক পরতে হবে। হলের ভেতরে এক সঙ্গে বেশী মানুষ থাকা চলবে না, ইত্যাদি। এবছর সরস্বতী পুজোতেও মাস্ক পরার স্বাস্থ্যবিধি ছিল। তবে এবারের দুর্গা পুজো কোভিডের পর প্রথমবার হতে চলেছে কোনওরকম বিধিনিষেধ ছাড়াই।

স্থানীয় শিল্পী ছাড়াও এবার অ্যারিজোনার দুর্গাপুজোয় গান শোনাতে কলকাতা থেকে আসছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী সোমলতা আচার্য চৌধুরী। কোভিড পরবর্তী এই প্রথম পুজো। তাই এবারের পুজো ঘিরে আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনা সবই যেন একটু বেশি! সবমিলিয়ে অ্যারিজোনার বাঙালির দেশের বাইরে থেকেও একেবারে দেশীয় মেজাজে কাটতে চলেছে পুজোর ক'টা দিন।

তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটে আফগানিস্তান

ঝাঁপ বন্ধ অনলাইনে পণ্য পরিষেবার

কাবুল: ২০২১ সালের অগস্ট মাসে দেশের রাজধানী কাবুলের দখল নেয় তালিবান বাহিনী। তার পর জাতিপুঞ্জের একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়, সে দেশের প্রায় আড়াই কোটি মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে রয়েছেন।

অর্থনৈতিক সঙ্কটে ভুগছে তালিবান শাসিত আফগানিস্তান। এই পরিস্থিতিতে সে দেশের অধিকাংশ অনলাইন পণ্য কেনাবেচার সাইটগুলি বন্ধ হতে চলেছে। সম্প্রতি সে দেশে অগ্রণী দু'টি সংস্থা খামা প্রেস এবং ক্লিক অ্যাফ অনলাইনে পণ্য পরিষেবা দেওয়া থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২০২১ সালে তালিবান আফগানিস্তানের দখল নেওয়ার পর সে দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অস্থিরতা দেখা যায়। দেশে অর্থনৈতিক সঙ্কট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্লিক অ্যাফ-এর তরফে পরিষেবা বন্ধ করার কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হয়, আর্থিক কারণে তারা পরিষেবা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল। এই সংস্থাটি বিগত ছ'বছর ধরে আফগানিস্তানে অনলাইন পণ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ছিল। সংস্থার প্রধান স্ট্যানেকজাই জানিয়েছেন, তিনি এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে প্রস্তুত নন। তবে একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর আশা, খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।

২০২১ সালের অগস্ট মাসে দেশের রাজধানী কাবুলের দখল নেয় তালিবান বাহিনী। তারপর জাতিপুঞ্জের একটি রিপোর্টে দাবি করা হয় সে দেশের প্রায় আড়াই কোটি মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্য রয়েছেন। আর একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বের অসুখী দেশগুলির মধ্যে শীর্ষে রয়েছে আফগানিস্তান। আমেরিকা তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর সে দেশের মানুষদের মানসিক যন্ত্রণা, উদ্বেগ বেড়েছে বলে দাবি করা হয়েছে ওই রিপোর্টে।

তালিবানরা আফগানিস্তানের দখল নেওয়ার পর সে দেশের সব ক্ষেত্রেই মেয়েদের অধিকার সঙ্কুচিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অনলাইন পণ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির অধিকাংশ ক্রেতাই যে হেতু মহিলা, তাই মহিলাদের অধিকার সঙ্কোচনের সঙ্গে সংস্থাগুলির লভ্যাংশ কমে যাওয়ার যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

রুশ সীমান্তের শহর দখল ইউক্রেনের

খারকিভের: ৯০ কিলোমিটার পূর্বে রুশ সীমান্তবর্তী শহর ভেলেইকি বারলুক হাতছাড়া হওয়া ভ্লাদিমির পুতিন বাহিনীর কাছে ‘বড় ধাক্কা’ বলে মনে করছেন সামরিক বিশেষজ্ঞদের। খারকিভের পরে এ বার রুশ সীমান্তের ভেলেইকি বারলুক দখল করল ইউক্রেন সেনা। সামরিক অবস্থানগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই শহর হাতছাড়া হওয়া আগামী দিনে ডনবাস অঞ্চলে (পূর্ব ইউক্রেনের ডোনেৎস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চলকে একত্রে এই নামে ডাকা হয়)। মোতায়েন রুশ বাহিনী অস্ত্র এবং রসদের ঘাটতির মুখে পড়তে পারে বলে মনে করছেন সামরিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির ঘনিষ্ঠ সেনা কমান্ডার ভ্যালেরি জালুঝনি নেটমাধ্যমে বারলুক দখলের দাবি করে একটি পোস্টে লিখেছেন, ‘আমরা খারকিভ থেকে কেবল দক্ষিণ এবং পূর্বে নয় বরং উত্তর দিকেও অগ্রসর হতে শুরু করছি। আমরা জাতীয় সীমান্ত আর মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে।’ ইউক্রেন সেনার প্রত্যাঘাতে গত সপ্তাহে উত্তর-পশ্চিম ইউক্রেনের খারকিভ প্রদেশের ইজিয়ুম শহর হারিয়েছে রাশিয়া। এর পর খারকিভের ৯০ কিলোমিটার পূর্বে রুশ সীমান্তবর্তী শহর বারলুক হাতছাড়া হওয়া ভ্লাদিমির পুতিন বাহিনীর কাছে ‘বড় ধাক্কা’ বলে মনে করা হচ্ছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি পুতিন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের ঘোষণা করার কয়েক দিন পরেই বেলারুশ সীমান্ত এবং ডনবাসের অধিকৃত এলাকা থেকে বারলুকের উপর সাঁড়াশি হামলা চালিয়েছিল রুশ বাহিনী।

বিবিধ

নন্দীগ্রাম পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দিলেন মমতা

প্রথম পাতার পর

উল্লেখ্য, গত বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে সামান্য ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও নন্দীগ্রামের ভোট গণনা নিয়ে বিতর্ক ছিল। প্রথম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজয়ী ঘোষণা করে দেওয়া হয়। তারপর দীর্ঘক্ষণ পর জানানো হয় শুভেন্দু অধিকারী বিজয়ী হয়েছে। এর মাঝে দীর্ঘক্ষণ লোডশেডিংয়ের জেরে সার্ভার ছিল না বলে জানানো হয়েছিল। তারপরই বদল ভোটের ফলে। তা নিয়ে হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে মামলাটি।

এর মধ্যে দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরি করে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খড়গপুরের এই বৈঠক থেকে তিনি জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচিত করেন তিনি। তারপর তিনি জোর দেন নন্দীগ্রাম নিয়ে। সাফ জানিয়ে দেন, ২০২৪-এ ভালো ফল করতে হবে। ময়দানে থাকতে হবে তোমাদের। আগামী পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে জয় চাই। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ উগরে দেন সুফিয়ানের প্রতি। তিনি বলেন, ভোটের দিন তুমি কী করেছো আমি জানি।

এরপর সুফিয়ান বলেন, নন্দীগ্রামে দলের অনেকে বিদ্রোহ করেছেন। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওসব আমি পরে দেখে নেব। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে ও লোকসভা নির্বাচনে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। নন্দীগ্রামে সে জন্য গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। নন্দীগ্রামের মানুষ একটা ভুল করেছে। বারবার ভুল করবেব না। ওখানে সংগঠন আরও শক্তিশালী করতে হবে।

বিজেপি আসন্ন নির্বাচনে ১ শতাংশের নীচে নামবে

শেষের শুরুর বার্তা সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে শক্তি বাড়াচ্ছে কংগ্রেস। সম্প্রতি জেপি নাড্ডা সমৃদ্ধ বিজেপির সভা ও কংগ্রেসের এক সাধারণ সভার তুলনা করে ফারাক বোঝালেন সদ্য নির্বাচিত বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তাঁর কথায়, ভোট যত এগিয়ে আসবে ততই বিজেপি তলানিতে পৌঁছে যাবে। বিজেপির শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সুদীপ রায় বর্মন দাবি করেছেন, বিগত তিন মাস ধরে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসে যোগদানের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। বিজেপি, তৃণমূল, এমনকী সিপিএম ছেড়েও দলে দলে কংগ্রেসে যোগদান করছেন নেতা-কর্মীরা। আর তারপর বিজেপির সভায় যে উপস্থিতি দেখা গেল, তাতে স্পষ্ট মানুষ কী চাইছেন। সুদীপ রায় বর্মন বলেন, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি এসেছিলেন ত্রিপুরা সফরে। তাঁকে সামনে রেখে জনসভায় বিজেপি ১০০০-১২০০ লোক সমবেত করতে পারেনি বিজেপি। আর আমরা ধর্মনগরে লোকাল নেতৃত্বকে নিয়ে সভা করে দেখিয়ে দিয়েছি। এই দুই জনসভাই প্রমাণ মানুষ কী ইঙ্গিত বহন করছে। তিনি বলেন, আমরা কোনও গাড়ি দিইনি। কোনও আয়োজন করিনি লোক জমায়েতের জন্য। তা সত্ত্বেও মানুষ সাগ্রহে পায়ে হেঁটে আমাদের সভায় এসেছেন। আর বিজেপি গোটা রাজ্য থেকে লোক জোগাড় করেও সভাস্থল ভরাতে পারেনি। ত্রিপুরার বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা উৎফুল্ল। তারপর সম্প্রতি ত্রিপুরা কংগ্রেসে তিনদিনের মধ্যেই সাড়ে পাঁচ হাজার ভোটার যোগদান করেছেন বলে দাবি। সুদীপের কথায়, ত্রিপুরার মানুষ ক্ষমতা পরিবর্তনের আভাস দিতে শুরু করেছেন। এবারও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বিজেপি ১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে বর্তমানে। নির্বাচনের আগে ওঁরা ০.৫ শতাংশে নেমে আসবে বলে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ বিজেপি ফিনিশ। এবার ত্রিপুরায় ফের সুদিন ফিরবে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার গড়ে উঠবে। সম্প্রতি বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে ঘর ওয়াপসি হয়েছে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা সুদীপ রায় বর্মনের। কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা দলবদল নিয়ে ২০১৬-য় তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। কংগ্রেসে বিধানসভায় শূন্য হয়ে গিয়েছিল রাতারাতি। তারপর ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। মন্ত্রীও হয়েছিলেন। কিন্তু এক বছরও সুখে ঘর করতে পারেননি তিনি। ২০২৩-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ফের তিনি ফিরে এসেছেন কংগ্রেসে। সম্প্রতি উপনির্বাচনে জিতে কংগ্রেসের বিধায়কও নির্বাচিত হয়েছেন। একইসঙ্গে কংগ্রেসকে ফের ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে সংগঠন মজবুত করতে নেমেছেন ময়দানে। প্রতিদিন তাঁর লড়াই চলছে। কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার লড়াইয়ে তিনি নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সুদীপ রায় বর্মন ও আশিস সাহা কংগ্রেসে ফিরে আসার পর থেকেই শক্তি বাড়তে শুরু করেছে।

২৪-এ বিজেপি নিষ্কণ্টক নয়

প্রথম পাতার পর

ফলে ২০২৪-এ বিজেপি আর একচ্ছত্র আধিপত্য দেখাতে পারবে না। উত্তরপ্রদেশ ও বিহার মিলিয়ে মোট ১২০টি লোকসভা আসন। বিজেপি তার মধ্যে শতাধিক আসনে জয়ী হয়েছিল ২০১৯-এ। উত্তরপ্রদেশের ৮০টির মধ্যে পেয়েছিল ৬৪টি পেয়েছিল বিজেপি-জোট। বিজেপি পেয়েছি ৬২টি জোটসঙ্গী এবং আপনা দল পেয়েছিল ২টি। আর বিহারে ৪০টির মধ্যে ৩৯টি জিতেছিল বিজেপি-জোট। বিজেপি পেয়েছিল ১৭টি, জেডিইউ ১৬টি এবং লোক জনশক্তি পার্টি ৬টি। এখন অখিলেশ-নীতীশরা মনে করছেন এই আসনসংখ্যা তাঁদের দিকে সিংহভাগ চলে আসতে পারে। শুধু সঠিকভাবে জোট করতে হবে। বিরোধীদের এককাট্টা হতে হবে। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও শামিল বিজেপির আসনসংখ্যা তলানিতে নামানোর এই পরিকল্পনায়। মহারাষ্ট্রেও বিজেপি ধাক্কা খাবে এবার, মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সব মিলিয়ে বিজেপির পতন প্রায় নিশ্চিত, শুধু ফর্মুলা মেনে কাজ করতে হবে, তাহলেই কেল্লাফতে।

হিন্দুপক্ষের মামলাকে বৈধতা

প্রথম পাতার পর

অথচ সুপ্রিম কোর্ট সব জেনেও হিন্দুপক্ষের মামলা খারিজ না করে নতুন করে সেই মামলা জিইয়ে রাখল। এই মামলার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্টরা আবার আদালতের রায়ের সমালোচনা করে জানিয়েছেন, আদালতের উচিৎ ছিল, যারা মসজিদে সার্ভের ভিডিওগ্রাফি লিক করেছে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা। তা না করে মামলা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলে আসলে মুসলিম সম্প্রদায়কেই অপমান করা হল।

এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রামমন্দির ইস্যু এখন পুরনো হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে বিজেপির হাতে তেমন কোনও ইস্যু নেই। দেশের অর্থনীতির হাঁড়ির হাল হয়েছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বেকারের সংখ্যা। ইডি আর সিবিআইকে কাজে লাগিয়ে বিরোধীদের কোমর ভেঙে দেওয়ার খেলায় মেতেছে কেন্দ্র। পাশাপাশি হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে ঘোড়া কেনাবেচার রাজনীতি করছে বিজেপি আর মূল্যবৃদ্ধির বাজারে নাভিশ্বাস উঠেছে আমজনতার। ফলে ২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে জনগণের নজর ঘুরিয়ে দেবার জন্য ইস্যু চায় তাদের। তাই এবার রামমন্দিরের মতোই জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে নোংরা রাজনীতির খেলায় মেতেছে তারা। নেট নাগরিকদের একাংশের মতে, খুব কৌশলে আরএসএস-বিজেপি ওই পাঁচজন মহিলাকে দিয়ে মামলা করিয়েছে।

পুলশিটা অঞ্চল আইমা ইউনিটের উদ্যোগে পালিত হল শিক্ষক দিবস উপস্থিত ছিলেন- খন্যাডিহি পি কে হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রী দিবাকর মহাপাত্র, কুখাবাড় বিদ্যাসাগড় মিশনের শিক্ষিকা মালবিকা রাজপন্ডিত, পুলশিটা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক শ্রী দীনবন্ধু মহাপাত্র, কোলাঘাট ব্লকের আইমার লড়াকু নেতৃত্ব হবিউল রহমান(হাবিব), জেলা সদস্য শ্রী শ্যামাপদ ঘোষ, জেলা সদস্য সুলতান আহমেদ, জেলা সদস্য আতিউর রহমান, আইমার সদস্য সেখ সাহালাম আলি আরও অনেকে।

উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গ নয় শুধু পশ্চিমবঙ্গ

চা-বলয়ে অখণ্ড বাংলার বার্তা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি: চা শ্রমিকদের সমাবেশে যোগ দিতে এসে বঙ্গভঙ্গের দাবির বিরোধিতায় গর্জে উঠলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির মালবাজার চা শ্রমিকদের সমাবেশ ক্ষেত্র থেকে অখণ্ড বাংলার বার্তা দিলেন। তাঁর ঝাঁধালো ভাষণে তিনি একইসঙ্গে বিজেপি ও বিভাজনকারীদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন। রবিবার মালবাজারে চা শ্রমিকদের সমাবেশে অখণ্ড বাংলার বার্তায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কোনও উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গ নয়, একটাই বঙ্গ আর তা হল পশ্চিমবঙ্গ। বাংলা ভাগকে তারা কোনওদিন নৈতিকভাবে সমর্থন করেননি, আজও করবেনও না। আমরা সবাই এক। আমরা সবাই এক বঙ্গের বাসিন্দা। আমাদের বঙ্গের নাম পশ্চিমবঙ্গ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চা শ্রমিকদের মঞ্চ থেকে বলেন, আমাদের কোনও উত্তর বা দক্ষিণ ভাগ নেই। আমরা তাই বলব না উত্তরবঙ্গে এসেছি। আমরা বলব মালবাজারে এসেছি, জলপাইগুড়িতে এসেছি। আমি যে আগে সভা করে গিয়েছি, তা নিয়ে বলব ধূপগুড়িতে এসেছিলাম। কিন্তু কখনই বলব না উত্তরবঙ্গে এসেছিলাম। আমরা উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন চাই না। আমরা এক থাকতে চাই। তিনি বিজেপিকে এক হাত নিয়ে বলেন, যদি কোনওদিন আপনাদের সামনে এসে বিজেপির লোকেরা উত্তরবঙ্গ নিয়ে কথা বলেন, তবে আপনাদের দাবির কথা তুলে বলবেন, আগে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিন, তারপর বলবেন উত্তরবঙ্গের কথা। আমাদের এইসব প্রশ্নের উত্তর না পেলে আমরা আপনাদের কথা শুনব না। অভিষেক বাংলার বিভাজন নিয়ে বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলে বলেন, ওরা শুধু বিভাজন চায়। ভাগ করতে চায়। বিভিন্ন বিভাজনকামী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওরা বাংলায় আগুন ধরাতে চায়। কিন্তু আমরা বিজেপির এই ভাগাভাগিকে কেউ প্রশ্রয় দেব না। আমরা রুখে দাঁড়াব। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিবাদে শামিল হব।

বিজেপি একরাশ প্রতিশ্রুতি দিয়েওছিল। কিন্তু কোনও কথা রাখেনি। চা শ্রমিকদের আচ্ছে দিন আনতে পারেনি। আমরা শেষবিন্দু পর্যন্ত লড়ব চা শ্রমিকদের জন্য। জলপাইগুড়ির চা-বলয়ে শ্রমিকদের সমাবেশে যোগ দিয়ে তাই ‘দিল্লি চলো’ আওয়াজ তুলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, মোদী সরকার কথা রাখে নি। আমরা তাই দিল্লি গিয়ে শ্রমিকদের দাবি ছিনিয়ে আনব।

ফুঁসে উঠলেন আইমা সুপ্রিমো

প্রথম পাতার পর

কিন্তু আনিসের পরিবার থেকে শুরু করে বিরোধী দলগুলো গোটা ঘটনায় শাসকদলের হাত দেখছে। তৃণমূল নেতাদের অঙ্গুলিহেলনেই যে সলমনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এমনটাই অভিযোগ তাঁদের। অন্যদিকে আইমা সম্পাদক মনে করছেন, আনিসকে যারা ‘হত্যা’ করেছিল তারাই আনিসের পরিবারটাকে শেষ করে দিতে চাইছে। সরাসরি শাসকদলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেছেন, ‘‘আগুন নিয়ে খেলতে যাবেন না। তৃণমূলের অনেক রাঘব বোয়ালরা আনিসের মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত। এখন কোর্টে মামলা চলছে, তাই ভয় দেখিয়ে মামলা তুলে নেবার জন্য তাদের চাপ দেওয়া হচ্ছে।’’ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাওড়া জেলার আমতার বাসিন্দা ছাত্রনেতা আনিস খানের রহস্যমৃত্যু নিয়ে রাজ্যজুড়ে তীব্র আন্দোলন দানা বেঁধেছিল। আনিসের পরিবার-সহ বিরোধী দলগুলোর বক্তব্য, তাঁকে খুন করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক মাথা জড়িত বলে দাবি তাঁদের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পথে নেমেছিল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনও। ‘খুনিদের’ গ্রেফতারের দাবিতে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন আইমার কর্মীরা। এবার আবার নতুন করে আনিসের খুড়তুতো ভাই সলমনের ওপর নৃশংস হামলার ঘটনায় বিষয়টি অন্য মাত্রা পেল বলেই অভিমত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

সম্প্রীতির পাঠ দিলেন আইমা সুপ্রিমো
ইউনিট অফিসের উদ্বোধন ওড়িশায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবের ব্যস্ততার বহর বেড়েই চলেছে ক্রমাগত। শুধু এ রাজ্যেই নয়, বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশেও তাই নিয়মিত আনাগোনা লেগেই রয়েছে তাঁর। তবে সংগঠনের কাজেই যে ভাইজানের এত ব্যস্ততা সে কথা না বলে দিলেও চলে। সম্প্রতি ওড়িশার বালেশ্বরে সফর করে এলেন তিনি। সেখানে আইমার নিজস্ব সংগঠন আছে। ওড়িশা আইমার কর্মীরাও অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে চলেছেন সেখানে। তবে আইমার কর্মকাণ্ড বেড়ে যাওয়ায় আবার একটি নতুন ইউনিট অফিসের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আইমা সুপ্রিমো নিজে উপস্থিত থেকে সেই অফিসের উদ্বোধন করলেন। এছাড়াও একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল এদিন। সকাল থেকে রক্তদানের উদ্দেশ্যে ঢল নেমেছিল সাধারণ মানুষের। উদ্যোক্তারাও অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সব আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিলেন।

আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান সবিতা সাউ, স্থানীয় সাংসদ-পত্নী সুভাসিনী জেনা। যিনি আবার সেখানকার নামকরা ম্যাগাজিন 'রেভুতি'র সম্পাদক। এছাড়াও ছিলেন কাউন্সিলর রঞ্জিতা মহাপাত্র, বিক্রম ভান্ডার, সঞ্জীব গিরি, সেখ আইয়ুব, সেখ আনসার প্রমুখ। উপস্থিত সকলেই আইমার সামাজিক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আইমা সংগঠন নিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করেন। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানও সকলকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও বালেশ্বর আইমা ইউনিটের কাজের প্রশংসা করে তিনি জানান, আমরা সুদূর বাংলায় বসে সংগঠন পরিচালনা করলেও ওড়িশার সঙ্গে আমাদের নাড়ির যোগ রয়েছে। আপনারা ভালো কাজ করছেন। আল্লাহতায়ালা আপনাদের আরও কাজ করার ক্ষমতা দিন। মনে রাখবেন,

আপনারা যেহেতু ওড়িশায় আইমা সংগঠনের দায়িত্বে আছেন, তাই সমস্তরকম প্রয়োজনে সংগঠনের সদর দফতরে যোগাযোগ করতে কোনওরকম কুণ্ঠা করবেন না। কারণ আমরা সবাই একই সংগঠনের ছাতার তলায় আছি।

অফিস উদ্বোধন এবং রক্তদান শিবিরের কর্মসূচি মিটলে ওড়িশা কাইপদার শরিফে

টাঙ্গিবাবার মাজার জিয়ারত করেন আইমা সম্পাদক। সেখানে কর্মীদের মধ্যে সংগঠন ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। তাঁদেরকে দেন সম্প্রীতির পাঠ। সহিষ্ণুতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার কথা উল্লেখ করেন বিশেষভাবে। সব মিলিয়ে একটি মনোজ্ঞ দিনের সাক্ষী ছিলেন বালেশ্বরের সাধারণ মানুষও।

ভাঙন পরিদর্শনে আইমার প্রতিনিধিদল

অমৃতবেড়িয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল ব্লকের অন্তর্গত অমৃতবেড়িয়া অঞ্চলের মানুষ গত কয়েকমাস ধরে আতঙ্কে ভুগছেন। তাঁদের আতঙ্কের কারণ নদীর পাড় ভেঙে পড়ছে দ্রুত। ফলে গ্রামের অধিকাংশ বাড়িঘর নদীগর্ভে তলিয়ে যেতে পারে বলেই মত গ্রামবাসীর। অমৃতবেড়িয়া অঞ্চলটি রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত। গত কয়েকদিনের নিম্নচাপ এবং তার প্রভাবে ভারী বর্ষার কারণে নদীর পাড় সংলগ্ন এলাকায় ভাঙন ধরেছে। সেই ভাঙন ধীরে ধীরে গ্রাস করবে গ্রামের বাড়িঘর। সেই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন এলাকাবাসী। অমৃতবেড়িয়া গ্রামের অধিবাসীরা একাধিকবার প্রসাশনের কাছে দরবার করেও কোনও ফল পাননি। রাজনৈতিক দলগুলিও এ ব্যাপারে উদাসীন। বর্তমান পরিস্থিতিতে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটালেও কোনও উপায়ান্তর না দেখে একরকম নীরব ছিলেন গ্রামবাসী। কিন্তু আইমা নেতৃত্ব ও কর্মীরা এই খবর পেয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। খবর পাওয়া মাত্রই তাঁরা অমৃতবেড়িয়ার ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শনে করেন।

পাশাপাশি গ্রামবাসীকে আশ্বস্ত করে জানান, খুব দ্রুত বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হবে। তারপরেও কাজ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে বলে ইঙ্গিত দেন তাঁরা। মহিষাদল ব্লক আইমার বিশিষ্ট নেতৃত্ব হোসেন মহম্মদের নেতৃত্বে আইমার এক প্রতিনিধিদল এদিনের ভাঙন পরিদর্শন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা সাইকেল যাত্রীদের
উদ্যোগ নন্দকুমার ব্লক আইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: রক্তদান, গাছ লাগানো থেকে শুরু করে সমাজ সচেতনতামূলক যতরকম কাজ আছে তার প্রচারে প্রথম সারিতে অনেক আগেই জায়গা করে নিয়েছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। তবে শুধুমাত্র প্রচার কাজেই আইমা সীমাবদ্ধ নেই। বরং সংগঠনের কর্মীরা নিয়মিত এই কাজগুলো করে চলেন বছরের নানা সময়ে। এমনকী যাঁরা এই সমস্ত সচেতনতামূলক কাজে অংশ নেন, তাঁদের দিকেও যথাসাধ্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তাঁরা। এবার এমনই পাঁচ যুবকের পাশে দাঁড়াল সংগঠনের নন্দকুমার ব্লক ইউনিট। জানা গিয়েছে ওই পাঁচ যুবক সাইকেল চালিয়ে সুদূর মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর থেকে দীঘার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। তবে এটা শুধু ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা নয়। বরং সাইকেল যাত্রার মাধ্যমে মানুষকে সমাজ সচেতন করার জন্যই তাঁরা এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন। তাঁদের এই সচেতন-যাত্রায় স্লোগান হিসাবে তাঁরা ব্যবহার করেছেন, 'রক্তদান জীবন দান', 'গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান', 'বিয়ের আগে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা অবশ্যই করুন'-এর মতো মূল্যবান বিষয়গুলোকে। যাত্রাপথে নন্দকুমার ব্লকে এসে পৌঁছালে আইমা অফিসে তাঁদের দুপুরের আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

ভাইজানের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলায় ঐতিহাসিক সফর আইমাকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: যাত্রা শুরু হয়েছিল ১০ সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল সকাল। প্রতাপপুর দরবার শরিফ থেকে সোশ্যাল মিডিয়া এবং যুব ইউনিটের কর্মীদের নিয়ে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কাফেলা রওনা হল মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে। নেতৃত্বে স্বয়ং আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। দোয়ার পর ছাড়ল বাস। পূর্ব মেদিনীপুরের প্রতাপপুর দরবার শরিফ থেকে মুর্শিদাবাদের দূরত্ব বেশ কয়েকশো কিলোমিটার। তাহলে এতদূর উজিয়ে সেখানে যাবার উদ্দেশ্য কী? প্রশ্ন থাকতেই পারে। কিন্তু উত্তর যে নিহিত আছে প্রশ্নের মধ্যেই। মুর্শিদাবাদ জেলায় আইমার সংগঠন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সংগঠনের নেতৃত্ব ঠিক করলেন এবার সেখানেই 'মেধা অন্বেষণ ও চিন্তন শিবির'-এর আয়োজন করা হবে। তার সঙ্গে উপরি পাওনা হিসাবে থাকবে ঐতিহাসিক এই জেলার আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ। ফলে নেতৃত্বের এই সিদ্ধান্তে আর কেউ দ্বিমত করেননি।

এদিকে দূরত্বের জন্য রাস্তাতেই খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফলে সে বিষয়ে আলাদা করে কাউকে তেমন চিন্তা করতে হয়নি। কিন্তু চিন্তা ছিল ভাইজানের। প্রায় ১২০০ নেতা-কর্মীর এই সমাবেশে সবার একসঙ্গে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বেশ

কয়েকটি বাসের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। আইমা সম্পাদকের চিন্তা ছিল এখানেই। কে কখন কোথায় পৌঁছাচ্ছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর তাঁর চায়। ফলে সোশ্যাল মিডিয়ার গ্রুপে বার বার বার্তা পাঠিয়ে খোঁজ নিচ্ছিলেন তিনি। এই হচ্ছে আইমার প্রাণপুরুষ। যিনি সামান্য একজন কর্মী থেকে উচ্চপদস্থ নেতৃত্বকেও সমান গুরুত্ব দেন। তাই হয়তো যুব সমাজের আইকন এই মানুষটি সবার এত প্রিয়।

গন্তব্যে পৌঁছনোর পর স্বাভাবিভাবেই সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে একটা লম্বা বিশ্রাম। তারপর সন্ধ্যায় শুরু হল সংগঠনের সোশ্যাল মিডিয়ার সদস্যদের নিয়ে বহু প্রতীক্ষিত আলোচনাসভা এবং মেধা অন্বেষণ প্রক্রিয়া। এরপর রাতের খাবার খেয়ে আবার একপ্রস্থ আলোচনা। এইসময় সংগঠনের বিভিন্ন ব্লকের সদস্যদের নিয়ে আলাদাভাবে বৈঠক করলেন আইমা সুপ্রিমো। পরের দিন অর্থাৎ ১১ সেপ্টেম্বর রবিবার সকালে টিফিনের পর ১২০০ কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে নিয়ে শুরু হল চিন্তন শিবির। সেখানেও মধ্যমণি ভাইজান। কর্মীদের চাঙ্গা করার পাশাপাশি তিনি সংগঠনের প্রসারকে ত্বরান্বিত করার জন্য দিলেন বিশেষ টোটকা। নেতৃত্বের ওপর ভার পড়ল সবকিছু অবজার্ভ করার। চিন্তন শিবির শেষ হলে হাজারদুয়ারি-সহ মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক স্থান সমূহ ঘুরে দেখার অনুমতি দেওয়া হল সবাইকে।

এবার ঘরে ফেরার পালা। সময় ক্রমশ এগিয়ে আসছে। রাতের আঁধারের বুক চিড়ে একঝাঁক বাসের আলোর ঝলকানি যেন নতুন করে পথের দিশা দেখাচ্ছে। তার মধ্যেই ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ জেলার স্মৃতিটুকু আগলে রেখে ঘরে ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন আইমাকর্মীরা।

আইমায় যুক্ত হবার ইচ্ছাপ্রকাশ শিক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় যেভাবে অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে তার পুরো কৃতিত্ব সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মীদের প্রাপ্য। এ কথা এক বাক্যে স্বীকার করবেন সকলেই। আইমার কর্মকাণ্ডে আপ্লুত হয়ে এবার কুলপি থানার অন্তর্গত বেশ কয়েকজন শিক্ষক সংগঠনের ওই জেলার ভারপ্রাপ্ত নেতৃত্ব মৌলানা ফাতেহি সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আগামীদিনে তাঁরা সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত হবার সম্পর্ক ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শিক্ষকদের জাতির মেরুদণ্ড বলে অভিহিত করা হয়। ফলে যে কোনও ভালো কর্মকাণ্ডে তাঁরা জড়িত থাকলে বিষয়টা অন্য মাত্রা পায়। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত হতে চাওয়া শিক্ষকদের আগ্রহ যে কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি করবে নিঃসন্দেহে এটা একটা ভালো দিক। কারণ, সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের একটা বড় ভূমিকা থাকে। তাছাড়া অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের ধর্মনিরপেক্ষতা, উদার মনোভাব, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রচার ওই শিক্ষকদের আইমার পথে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

কুলপি

সর্বোপরি সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নীতি ও আদর্শকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন সানন্দে। হাজার সংগঠনের মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছেন আইমাকে। এখন শুধুই সামনের দিকে এগিয়ে চলার প্রতীক্ষা। এদিন শিক্ষকদের একজনের হাতে আইমার বাৎসরিক মুখপত্র তুলে দেওয়া হল, যাতে আইমার ইতিহাস সম্পর্কে আরও ভালোভাবে ওয়াকিবহাল হতে পারেন তাঁরা।

সাবলআড়ায় নতুন অফিস উদ্বোধনে আইমা সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি: যে কোনও সংগঠন মজবুত করতে গেলে বা সাংগঠনিক কাজ করতে গেলে যেমন কর্মীরা না হলে চলে না, তেমনই এই কাজের জন্য সাংগঠনিক কার্যালয়েরও প্রয়োজন হয়। ইদানীং অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কাজের পরিধি বেড়েছে শতগুণ। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে আইমার কর্মীসংখ্যাও। আর এইসব কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সাংগঠনিক কার্যালয়ের। আইমার এই কর্মক্ষেত্রগুলো সংগঠনের ইউনিট অফিস নামেই পরিচিত। এবার এমনই একটি নতুন ইউনিট অফিসের দ্বারোদঘাটন করলেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। সংগঠনের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের অন্তর্গত সাবলআড়ায় আইমার এই নতুন অফিসটি উদ্বোধন করে সম্মানীয় ভাইজান বলেন, আইমার পরিধি অনেক বেড়ে গিয়েছে। ফলে কর্মী ও নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব আরও বেড়েছে। তাঁরা ভালো কাজ করছেন। আগামী দিনেও মানুষের পাশে থাকার জন্য আইমা কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়বেন। একইসঙ্গে নতুন ইউনিট অফিস উদ্বোধনের পর তার সাফল্য কামনা করেন ভাইজান। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমা প্রাক্তন সম্পাদক হাজি জামশেদ আলি এবং সাবলআড়ার আইমাকর্মীরা।

সিরহিন্দ শরিফে নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে রুহুল আমিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন একটা কথা বারবার বলেন যে, মুসলিম সমাজ তাদের নেতৃত্ব তৈরির দিকে ঝোঁক দিক। নাহলে সমূহ বিপদ। কারণ নেতৃত্ব ছাড়া একটা জাতি কিছুতেই এগিয়ে যেতে পারে না। নেতৃত্বের সংজ্ঞা কী? সে বিষয়েও খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। বর্তমানে মুসলিম সমাজ কিছু অযোগ্য নেতৃত্বের পাল্লায় পড়ে আরও পিছিয়ে পড়ছে। বিশেষ করে রাজ্যের শাসকদল কিছু নামধারী অযোগ্য মুসলিম নেতাদের মাধ্যমে এই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে চলেছে বলে বহুবার অভিযোগ করেছেন আইমা সুপ্রিমো। তাই মুসলিম সমাজের কাছে তাঁর আবেদন, যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করুন। যাঁরা আপনাদের কাজে লাগবেন।

বিপদের সময় পাশে দাঁড়াবেন। বর্তমান নেতাদের মতো কোনও কিছু পাবার বিনিময়ে তাঁরা আসবেন না। এমন নেতা তৈরি করতে পারলে এই সমাজের লাভ, মানুষের লাভ। তাছাড়া তিনি আরও মনে করেন, নেতৃত্ব কোনও পোস্টের নাম নয়, নেতৃত্ব দেওয়া একটা গুণের নাম।

ইদানীং দেশের বিভিন্ন জায়গায় সফর করে এসেছেন আইমা সম্পাদক। সেখানকার আইমা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করছেন সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। জাতির উন্নয়নের প্রশ্নে নেতৃত্বের দায়িত্বের কথা প্রচার করে চলেছেন তিনি। এমনই এক আলোচনাসভায় পাঞ্জাবের সিরহিন্দ শরিফে সংগঠনের একঝাঁক নেতৃত্বদের সঙ্গে মিলিত হলেন তিনি। সেখানেই বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে উপরে উল্লেখিত প্রসঙ্গটি উঠে আসে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা আইমার উদ্যোগে চিন্তন শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোনও সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে চিন্তন শিবিরের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে। ফলে চিন্তন শিবিরকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। সেখানে নেতা-কর্মীদের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা হয়। কারণ সংগঠন চালাতে গেলে বাস্তবিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাত্ত্বিক মতবাদকেও মান্যতা দিতে হয়। আর এই তাত্ত্বিক মতবাদের প্রকাশ ঘটে চিন্তন শিবিরে। সম্প্রতি সাংগঠনিক শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে এমনই একটা চিন্তন শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা আইমার উদ্যোগে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আইমার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা নেতৃত্ব ছাড়াও সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। এই শিবিরে আগত সাধারণ কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁরা সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার বার্তা দেন। পাশাপাশি সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
১৮ সফর ১৪৪৪ হিজরি ○ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ ○ ৩০ ভাদ্র ১৪২৯ ○ শুক্রবার

কাপ্পানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও স্বৈরশাসকের দৈন্যতা

অবশেষে স্বস্তি। সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পান। প্রায় দু'বছর ধরে জেলের নির্যাতন সহ্য করার পর সিদ্দিকের জামিনে খুশি তাঁর পরিবার ও মানবাধিকার কর্মীরা। যদিও তাঁর জামিনের পিছনে কিছু শর্তও লাগিয়েছে শীর্ষ আদালত। তবে সুখের কথা এই, শেষপর্যন্ত তাঁকে জেলে আটকে রাখার কোনও যুক্তি খুঁজে পাননি সুপ্রিম-বিচারকরা।

সমগ্র ভারতজুড়ে সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাব যেভাবে প্রতিনিয়ত মাথাচাড়া দিচ্ছে, তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন সমাজ বিজ্ঞানীরা। বিনাদোষে সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পানের গ্রেফতারি সেই মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। বিজেপিশাসিত হাথরসে যে জঘন্য, বর্বরোচিত এবং নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছিল তৎকালীন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গার তাতে শুধু এদেশেই নয়, ছিছিক্কার পড়ে গিয়েছিল বিশ্বব্যাপী। বীভৎস সেই ঘটনার রিপোর্ট করতে হাথরসে যাচ্ছিলেন সিদ্দিক কাপ্পান। কিন্তু তিনি এবং তাঁর চার সঙ্গীকে রাস্তাতেই আটকে দেয় উত্তরপ্রদেশের পুলিশ। তারপর মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে ইউএপিএ ধারায় মামলা দায়ের করা হয় তাঁদের বিরুদ্ধে। ঠিক একই ঘটনা ঘটানো হয়েছিল ডাক্তার কাফিল খানের ক্ষেত্রেও। নিজ ব্যবস্থায় অক্সিজেন জোগাড় করে কয়েকশো শিশুর জীবন বাঁচানো কাফিল শিকার হয়েছিলেন বিজেপির নোংরা রাজনীতির। বিনাদোষে তাঁকেও দীর্ঘদিন জেলের ঘানি টানতে হয়। উগ্র হিন্দুত্ববাদী যোগীর রক্তচক্ষু এবং হুমকির মুখেও পড়তে হয় তাঁকে। এই দুই ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত ন্যক্কারজনক ভূমিকা ছিল বিজেপিশাসিত উত্তরপ্রদেশ পুলিশের।

সাংবাদিকের স্বাধীনতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পরিষ্কার নির্দেশনা আছে বলেই আমরা জানি। একজন সাংবাদিক যখন খুশি, যেখানে খুশি যেতে পারেন তাঁর পদাধিকার বলে, এই নির্দেশ স্বয়ং সুপ্রিম কোর্টের। অথচ সেই নিয়মের কোনও তোয়াক্কা না করেই সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল সিদ্দিক কাপ্পানকে। হিন্দুত্বের পোস্টারবয় যোগীর নির্দেশেই ইউপির পুলিশ পিপলস ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার (পিএফআই) সঙ্গে যোগাযোগ থাকার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে। পিএফআইকে নিষিদ্ধ সংগঠন বলে দাবি করেছে পুলিশ। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন্দ্র যখন এখনও পর্যন্ত তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি তখন ইউপি সরকার বা পুলিশ কীভাবে তাদের নিষিদ্ধ সংগঠন বলতে পারে? ৫ অক্টোবর ২০২০, গ্রেফতারির পর কাপ্পানদের কাছে আপত্তিকর সামগ্রী থাকার অভিযোগও তুলেছিল পুলিশ। কিন্তু সেই অভিযোগও ধোপে টেকেনি। আসলে সবটাই যে সাজানো নাটক ছিল তা বুঝতে একটুও অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু মন্দের ভালো, শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা যে শীতঘুম ভেঙে একটু হলেও সত্যিটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন সেটাই অনেক। 'সিদ্দিক' মানে সত্যবাদী। 'আঝিমুখমে'র সত্যবাদী সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পানের লড়াই এখনও শেষ হয়নি। স্বৈরাচারী ভারতবর্ষে এটাই এখন চরম সত্য।

জীবন বদলের বাণী

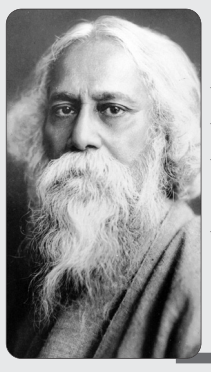

শিক্ষা কোনও দেশেই সম্পূর্ণ ইস্কুল হইতে হয় না এবং আমাদের দেশেও হইতেছে না। পরিপাকশক্তি ময়রার দোকানে তৈরি হয় না, খাদ্যেই তৈরি হয়। *—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

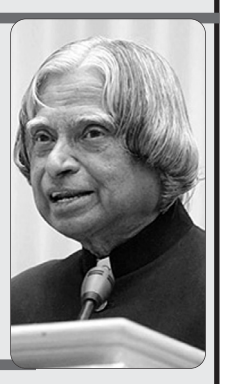

ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যে বৈশিষ্ট্যটা থাকা দরকার তা হল প্রশ্ন করার ক্ষমতা, তাদের প্রশ্ন করতে দিন। *—এপিজে আবদুল কালাম*

ব্যক্তির দেহ, মন ও আত্মার সুষম বিকাশের প্রয়াস হ'ল শিক্ষা।
—মহাত্মা গান্ধী

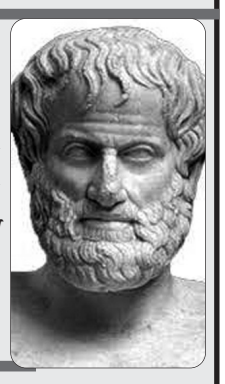

সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হল শিক্ষা। শিক্ষার শেকড়ের স্বাদ তেতো হলেও এর ফল মিষ্টি। *—অ্যারিস্টটল*

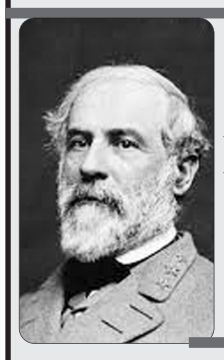

মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত মানুষের শিক্ষা সমাপ্ত হয় না। *—রবার্ট ই লি*

শিক্ষা হ'ল সভ্যতার রূপায়ণ।
—উইল অ্যান্ড এরিয়াল ডুরান্ট

ইতিবৃত্তে হিন্দু রাষ্ট্র ও একটি নৃতাত্ত্বিক আলোচনা

আজ কেন আমরা হিন্দু শব্দ ব্যবহার করি? এই ভারতে উত্তরাঞ্চলের একটি বিশাল অংশ সম্পূর্ণরূপে হিন্দু প্রদেশের প্রাচীন অভিবাসী বংশধরদের দ্বারা অধিকৃত ছিল, প্রধানত ফার্সি এবং ইন্দো-গ্রিক গোষ্ঠী (ব্রাহ্মণ্যবাদ উভয়ের মিশ্রণ) গঙ্গার উপরিভাগে যারা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু এবং হিন্দুস্তান শব্দটি তৈরি করেছিল তাদের দ্বারা। পরবর্তীতে মুঘলরাও এটিকে ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দুস্তানি' ভৌগলিক শব্দ হিসাবে ধর্মীয় অনুষঙ্গ নির্বিশেষে 'উপরের গঙ্গা' থেকে আসা ব্যক্তিদের বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। যা আসলে ব্রিটিশ আবির্ভাবের আগেই হিন্দুস্তান ছিল।

ঝুমুর রায়

ব্রাহ্মণেরা হিন্দু রাষ্ট্র গঠনে কেন আগ্রহী?

১৯৬৪ সালে লখনউতে প্রকাশিত 'লুগেত-ই-কিশ্বরী' নামের ফার্সি অভিধানে হিন্দু শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে চোর, ডাকাত, গোলাম, দাস প্রভৃতি। তাই ব্রাহ্মণরা কখনওই নিজেদের হিন্দু বলে স্বীকার করবে না। এখন প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করার জন্য ব্রাহ্মণরা এত উঠেপড়ে কেন লেগেছে? এর উত্তর হল, ব্রাহ্মণরা জানে যে তারা সংখ্যালঘু। এই বিষয়টা সংখ্যাগুরু জনগণ বুঝতে পারলে আর রেহাই নেই। তাই তারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের দূত বলে প্রচার করে ধর্মান্ধ মূলনিবাসী ভারতবাসীকে গোলামে পরিণত করতে চায় স্থায়ী এবং সাংবিধানিকভাবে হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে। তাহলে তারা হবে এখনকার স্থায়ী শাসক।

খ্রিস্টপূর্ব ২০০-১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনও এক সময়ে সংস্কৃত 'সৃষ্টি' হয়েছিল, কিন্তু ১০০ খ্রিস্টপূর্বের আগে পারস্যের হিন্দু প্রদেশেও (৪০০ খ্রিস্টপূর্ব) সংস্কৃতের জন্য কোনও লিখিত বা কথ্য বিবরণ আজও পাওয়া যায়নি।

হিন্দু আসলে কী ছিল?

রাজা দারিয়ুস প্রথম (৫৫০-৪০০ খ্রিস্টপূর্ব) যখন সিন্ধুর তীরে আক্রমণ করেন (আজকের পাঞ্জাব থেকে ব্যাকট্রিয়া অঞ্চল পর্যন্ত) তখন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর আচেমেনিড রাজবংশের একটি প্রদেশকে 'হিন্দু' নামে নামকরণ করেন। দারিয়ুস-১ নকশা র (ডিএনএ) রুস্তম শিলালিপিতে এই তথ্যগুলি পেতে পারেন।

আচেমেনিড শিলালিপিতে হিন্দুশ লেখা হয়েছিল। হিদুশ (পুরাতন পারস্যের কিউনিফর্ম)-এর উচ্চারণ হল 'হাই-ডু-উ-এস'। পুরাতন ফার্সি লিপিতে ব্যঞ্জনবর্ণের আগে অনুনাসিক 'এন' বাদ দেওয়া হত এবং হিন্দুশ হিসাবে সরলীকৃত হওয়ায় এটিকে 'হিন্দুশ' হিসাবেও প্রতিলিপি করা হয়।

হিন্দুর আরেকটি অর্থ আছে যা সেই সময়ে পারস্যের দাস হিসেবে বোঝানো হত। রাজা দারিয়ুস ১-এর কাছে পাঞ্জাব থেকে ব্যাকট্রিয়া পর্যন্ত বসবাসকারী লোকেরা পরাজিত হয়েছিল। পরাজিত হওয়া মানেই গোলামি করা। তাই তাদেরকে রাজা দারিয়ুস-১ গোলাম বা দাস (হিন্দু) বলে অভিহিত করেন। আর সেই প্রদেশের নাম দেন হিন্দু প্রদেশ।

আচেমেনিড রাজবংশের রাজা জারক্সেসের সমাধিতে এক হিন্দু সৈনিককে পাওয়া যায় যাকে বাইবেলের এস্তের বইয়ে আহাসুরাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে যখন গ্রিকরা আসে তখন তারা হিন্দুদেরকে 'ইন্দোই' বলে উল্লেখ করে। এভাবেই হিন্দু শধটি হয়ে ওঠে ইন্দু থেকে ইন্দোই থেকে ইন্দিয়া থেকে ভারত।

সুতরাং, হিন্দু কোনও ধর্ম নয়। এটি আনুষ্ঠানিকভাবে আচেমেনিড রাজবংশ অর্থাৎ পারস্য (ইরানি) রাজবংশের অধীন একটি প্রদেশ ছিল, পরে গ্রিকদের আক্রমণের পর এটি ইন্দো-গ্রিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। সুতরাং, হিন্দু পরিচয়টি সম্পূর্ণরূপে একটি ফার্সি পরিচয়, ভারত নামটি একটি গ্রিক শব্দ, যা ইন্দোই থেকে উদ্ভুত হয়েছিল পরবর্তীতে হিন্দু প্রদেশের (ভারত) অগ্রবর্তী গ্রিকদের কাছে আমরা কুশানের (ব্যাকট্রিয়া অঞ্চলে হিন্দু-কুশ) মতো ইন্দো-গ্রিক রাজবংশের কিছু প্রমাণ পাই।

ইন্দো-গ্রিক গ্রিক এবং ফার্সির (মূলত হিন্দু বা ভারতীয় নামে পরিচিত) মিশ্রণ ছাড়া কিছুই নয়। যারা অভিশাপযুক্ত ব্যাক্ট্রিয়ান স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করেছিল। ইন্দো-গ্রিক রাজবংশের (কুশান) মুদ্রাগুলি তারই প্রমাণ। মুদ্রাগুলি হল—

১) ঐশোঃ— হিন্দুরা বলে এটা শিবের প্রতিনিধিত্ব করে।

২) স্কন্দ-কুমারোঃ— এটি হল আলেকজান্ডারোসের (আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট) একটি প্রতিনিধিত্ব। এটি একটি পরিচিত সত্য যে কন্ধ পুরাণম (তামিল) যা মূলত স্কন্দ পুরাণ (সংস্কৃত) থেকে উদ্ভুত হয়েছে পোরাসের সাথে আলেকজান্ডারের বাস্তব জীবনের যুদ্ধের ইতিহাস এই পুরাণে লিপিবদ্ধ। আলেকজান্ডারোসেকে যুদ্ধের দেবতা হিসেবে দেখা হত, যার কারণে স্কন্ধ (কার্তিকেয়) এবং কান্ধন (মুরুগান) যুদ্ধ দেবতা হিসেবে চিত্রিত হয় যা তামিলনাড়ুতে এখনও পাওয়া যায়।

আলেকজান্ডার যখন আচেমেনিডের হিন্দু প্রদেশ আক্রমণ করেন তখন পারস্যের লোকেরা তাকে ইস্কেন্দার, সিকেন্দার এবং সিকান্দার নামে ডাকত পারস্যের উপভাষার উপর ভিত্তি করে। যেখান থেকে সংস্কৃত ভাষায় এটিকে স্কন্দ হিসাবে রূপান্তরিত করা হয়ছিল। যখন হিন্দুরা তামিলকাম অর্থাৎ প্রাচীন তামিল দেশে চলে আসে তারা এই গল্পটি নিয়ে আসে এবং বর্ণনা করে। ৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তামিল ভাষায় কান্ধ পুরানম জনপ্রিয়তা পায়। অভিশাপযুক্ত ব্যাক্ট্রিয়ানের শিলালিপিতে লেখা আছে, মিহিরা (ইন্দো-ইরানীয় সূর্য দেবতা মিত্র) বিষ্ণু।

এখন প্রশ্ন হল আজ কেন আমরা হিন্দু শব্দ ব্যবহার করি? এই ভারতে উত্তরাঞ্চলের একটি বিশাল অংশ সম্পূর্ণরূপে হিন্দু প্রদেশের প্রাচীন অভিবাসী বংশধরদের দ্বারা অধিকৃত ছিল, প্রধানত ফার্সি এবং ইন্দো-গ্রিক গোষ্ঠী (ব্রাহ্মণ্যবাদ উভয়ের মিশ্রণ) গঙ্গার উপরিভাগে যারা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু এবং হিন্দুস্তান শব্দটি তৈরি করেছিল তাদের দ্বারা। পরবর্তীতে মুঘলরাও এটিকে ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দুস্তানি' ভৌগলিক শব্দহিসাবে ধর্মীয় অনুষঙ্গ নির্বিশেষে 'উপরের গঙ্গা' থেকে আসা ব্যক্তিদের বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। যা আসলে ব্রিটিশ আবির্ভাবের আগেই হিন্দুস্তান ছিল।

খ্রিস্টান দেশ হিসেবে এই ভূখণ্ড নির্মাণের ব্রিটিশ পরিকল্পনা

একবার এই সমতলভূমিতে উপনিবেশ করার পর ব্রিটিশরা এই সমতলভূমিকে একটি দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তাই তারা খ্রিস্টান দেশ হিসেবে সবাইকে খ্রিস্টান বানানোর পরিকল্পনা করেছিল। এই সময়ে তারা কাশ্মীরের 'ইসা মাসি'-এর সুপরিচিত ইতিহাসের কারণে একটি বাধার সম্মুখীন হয়েছিল যা এখানকার লোকেরা তাকে যীশু হিসাবে উল্লেখ করেছিল যিনি কাশ্মীরে বেঁচে ছিলেন এবং মারা গেছেন।

ব্রাহ্মণরা এই বলে বাইবেল প্রত্যাখ্যান করেছিল যে তারা ইতিমধ্যেই তাদের মতবাদ অনুসারে 'ইসা মাসি'কে ঈশ্বর বলে মনে করে। কিন্তু মুসলমানরা বাইবেলকে ব্লাসফেমি বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই তথ্যটি ১৭৮৪-১৭৮৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত স্যার উইলিয়াম জোন্সের 'ইন্ডোলজিস্টে'র চিঠিতে পাওয়া যায় চিঠিটি খুব স্পষ্টভাবে বলে যে, তারা ভবিষ্যৎ পুরাণে অনুপ্রাণিত করেছে, যেখানে তারা হিমালয়ে একজন রাজার সঙ্গে ইসা মাসি সাক্ষাৎ করার জন্য একটি অধ্যায় সংশোধন করেছে এবং বাইবেলের যীশু হিসাবে ইসা মাসিকে চিত্রিত করার জন্য নিজেকে বিশ্বের ত্রাণকর্তা হিসাবে দাবি করেছে। তবে ভারতে খ্রিস্টধর্ম ব্যর্থ হয়। যার পরে রোমান ক্যাথলিক গির্জা ধর্মান্তর বন্ধ হয়। পরবর্তীতে তারা এটিকে মুসলিম দেশ হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু হিন্দুরা এই বলে প্রত্যাখ্যান করে যে তারা মুঘলদের আগেও এখানে ছিল। তাই ব্রিটিশরা বৈদিক ঐতিহ্যকে ভিত্তি হিসাবে তৈরি করে একটি হিন্দু আইন তৈরি করে এবং তারপর তারা হিন্দু ছাড়া সমস্ত অ-হিন্দু ঐতিহ্যকে একত্রিত করে খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের কাছ থেকে। এভাবেই অ-ফার্সি ও অ-ব্রাহ্মণরা হিন্দু হয়ে গেল। স্যার উইলিয়াম জোন্স কর্তৃক ১৭৯৬ সালে প্রকাশিত হিন্দু আইন তার প্রমাণ বহন করে।

সনাতন ধর্ম হল 'শাশ্বত কর্তব্য' বা 'চিরন্তন পথ'-এর সংস্কৃত শব্দ যা আপনার পরিত্রাণের জন্য কাজ করা ছাড়া আর কিছুই নয়, এটি বিশ্বের সমস্ত ঐতিহ্যে বিভিন্ন নামে ও রূপে বিদ্যমান। যেমন বলা হয়েছে, এর মানে এই নয় যে এটি হিন্দু অঞ্চলের মধ্যে প্রথম উৎপত্তি হয়েছে, এটি সঠিক নয়। তাই আমরা বলতে পারি আজকের তথাকথিত 'হিন্দুধর্মে'-ও এটি রয়েছে। এমনকী মহাভারত ও রামায়ণ ৭০০-১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রচিত হয়নি। কারণ এটি সংস্কৃত দেবনাগরী লিপি আসার পরেই লেখা হয়েছিল। রামায়ণ হল গ্রিক ওডিসির সংস্কৃত সংস্করণ যা ১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রাস্তার নাটক হিসেবে দেখানো হত। এটি ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রাচীন গ্রিক ভাষায় লেখা হয়েছিল। তাই এটি অবশ্যই, অবশ্যই এবং অবশ্যই প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য। এতে কোনও সন্দেহ নেই।

যাইহোক, তামিলিয়ানদের 'মিয়েয়াল কোটাপাড়ু' (যা ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেরও অনেক আগের মতবাদ) নামক অনেক পুরনো সিদ্ধ ঐতিহ্য ছিল যা অনন্তকালের কথা বলে এবং যা তথাকথিত সনাতন ধর্মের চেয়ে অনেক পুরনো।

জানা-অজানা

ভারতের শেষ রাস্তা! জানেন কোথায় সেই রহস্যঘেরা জায়গা

ভারতের শেষ রাস্তা কোথায়? যাবেন না কি সেই রহস্যঘেরা স্থানে? একবার ঘুরে আসবেন দেশের শেষ রাস্তা থেকে। দেশের রাস্তা শেষ হয়েছে এক নির্জন গ্রামে। তা জানার আগ্রহ তো সকলেরই। আর যেহেতু রহস্যের গন্ধ রয়েছে আগ্রহ তো জাগবেই। রহস্য ও আকর্ষণ দুয়ের যখন সমন্বয় হয়েছে একবার দেখা আসা যাকে সেই শেষ রাস্তাকে।

হ্যাঁ, প্রশ্ন তো জাগবেই, সেই শেষ রাস্তা কোথায় অবস্থিত। কতদূর পাড়ি দিতে হবে, সেই শেষ রাস্তায় ঠিকানায় পৌঁছতে। ভারতের শেষ রাস্তা যেহেতু, তা ভারতেই হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঠিকই ধরেছেন, সেই পথ যে মিশে গিয়েছে অতল সমুদ্রে। তামিলনাড়ুর পূর্ব উপকূলে গেলেই মিলবে সেই রাস্তার ঠিকানা। তামিলনাড়ুর পূর্ব উপকূলে রামেশ্বরম দ্বীপের তীরেই রয়েছে সেই রাস্তা। সে এক অ্যাডভেঞ্চারের জার্নি। এই জায়গাটিকে বলা হয় ভারতের শেষপ্রান্ত। একমাত্র রাস্তা যা মিশে গিয়েছে সমুদ্রে। ওই জায়গার নাম ধনুষ্কোডি। আগে জনপদ ছিল। কিন্তু কালের অতলে এই গ্রাম এখন নির্জন। সুপার সাইক্লোনে তছনছ হয়ে গিয়েছিল ধনুষ্কোডি দ্বীপ।

রামশ্বরমের অদূরেই ধনুস্কোডি এখন পড়ে রয়েছে ভগ্নস্তূপ হয়ে। তবে পর্যটনের আদর্শ জায়গা। পর্যটকরা তাই সুযোগ পেলেই ঘুরে আসেন ওই দ্বীপাঞ্চল থেকে। আর দর্শন করে আসেন ভারতের শেষ রাস্তা। ভারতের শেষ প্রান্তও বলা হয় এই স্থানকে। এটিই একমাত্র রাস্তা

যাকে ভারতের শেষ রাস্তা বলা হয়। এখান মাত্র ২৪ কিলোমিটার দূরে শ্রীলঙ্কা। ভ্রমণ পিপাসু মানুষের পছন্দের জায়গা এটি। এই ধনুষ্কোডি তামিলনাড়ুর রামেশ্বরম বা পামবান দ্বীপের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। এই রহস্যে ঘেরা জায়গায় পৌঁছনো একটু কঠিন। মূল ভুখণ্ড থেকে পামবান দ্বীপ অতিক্রম করতে হয়। তারপর কতগুলো ধীবরপল্লি পেরিয়ে পৌঁছতে হয় ধনুষ্কোডিতে। এই ধনুষ্কোডি হল ভারত ও শ্রীলঙ্কার একমাত্র সীমান্ত, যে সীমান্ত রেখা পক প্রণালীতে বালির স্তূপের উপর দিয়ে প্রসারিত।

১৯৬৪ সালের এক সুপার সাইক্লোনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ধনুষ্কোডি। প্রায় ১৮০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। শতাধিক যাত্রী নিয়ে একটি ট্রেনের সলিল সমাধি হয়েছিল। তারপর থেকেই ধনুষ্কোডিতে আর মানুষ বসবাস করে না। মানুষের বসবাসের অনুপযোগী বলেও ঘোষিত হয়েছিল এই দ্বীপাঞ্চল। এখন শ-পাঁচেক ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের জীবিকা অর্জনের জন্য কুঁড়েঘর করে থাকে। প্রকৃতির রোষানলে ধ্বংসের যে করুণ ইতিহাস রয়েছে ধনুষ্কোডির, তারপর থেকে এই সাজানো গোছানো এলাককে ভুতুড়ে গ্রামের তকমা দেওয়া হয়েছে। দিনের বেলায় পর্যটকদের এই ধনুষ্কোডিতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলেও সন্ধ্যার আগে ফিরে আসা বাধ্যতামূলক। রামেশ্বরম থেকে এই ধনুষ্কোডির দূরত্ব মাত্র ১৫ কিলোমিটার।

এই ধনুষ্কোডির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পৌরাণিক কাহিনিও। এই ধনুষ্কোডি হল সেই স্থান যেখানে ভগবান রাম তাঁর বানর সেনাবাহিনীকে নিয়ে রাবণের লঙ্কায় প্রবেশের জন্য রাম সেতুর নির্মাণ করেছিলেন। ভারতের রামেশ্বরম দ্বীপের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার মান্নার দ্বীপের সংযোগকারী এই সেতুর খানিক এখনও বিদ্যমান। তা বহুলাংশেই ধ্বংসপ্রাপ্ত। নেমে গিয়েছে সমুদ্রবক্ষে। তাও সুস্পষ্ট। আবার এই সেতুকে আদম সেতু বা অ্যাডামস ব্রিজও বলা হয়। ওই এলাকার নাম কেন ধনুষ্কোডি হল, তা নিয়েও এক চমৎকার ব্যাখ্যা রয়েছে। মহাকাব্য অনুসারে লঙ্কা থেকে সীতাকে উদ্ধারের পর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এই সেতুটি ধনুকের ডগা দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তা থেকেই ওই জায়গার নাম হয় ধনুষ্কোডি। এই ধনুষ্কোডি শধের অর্থ হল ধনুকের শেষ। আবার এই ধনুষ্কোডিই হল ভারতের শেষ জায়গা।

এই ধনুষ্কোডি যেমন ভারতের শেষ স্থান, তেমনই এই ধনুষ্কোডির মধ্যেই এমন একটি রাস্তা রয়েছে, যাকে বলা ভারতের শেষ রাস্তা। ভারতের এই শেষ রাস্তা থেকে শ্রীলঙ্কার উপকূল মাত্র ২৪ কিলোমিটার দূরে। ধনুষ্কোডি থেকে শ্রীলঙ্কার মান্নার দ্বীপের দূরত্ব ২৪ কিলোমিটার। আর শ্রীলঙ্কার মূল ভুখণ্ড আরও ৬-৭ কিলোমিটার। ধনুষ্কোডি হল বিশ্বের সবথেকে ছোট জায়গা বা ছোট গ্রাম। ভারত ও শ্রীলঙ্কার সীমানায় ওই অঞ্চল বালির টিলার উপর অবস্থান করছে। দৈর্ঘ্যে মাত্র ৫০ গজ প্রসারিত। এই কারণে এটিকে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম স্থান বলে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের সবথেকে ছোট জায়গা বলে যে সমস্ত এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছ, এটি তার মধ্যে অন্যতম।

পিরামিড নির্মাণশৈলীর চিরবিস্ময় ও রহস্যঘেরা এক প্রযুক্তির কাহিনি

এক চিররহস্য, যখন প্রযুক্তির বিন্দুমাত্র অগ্রগতি ঘটেনি, তখন কী ভাবে পিরামিডের মতো এমন নির্মাণশৈলীর বিস্ময় রচিত হল, তা নিয়ে বহু ভাবনা বহুদিন ধরে আধুনিক যুগের কাছে নানা প্রশ্ন তুলেছে। কিন্তু সেই অর্থে উত্তর মেলেনি। গবেষণা হয়েছে বিস্তর। ২৩ লক্ষ গ্রানাইট ব্লক এবং চুনাপাথর মরুভূমির একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নীল নদীর তীর ধরে টন টন মাল কী করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল? অনেক দিন ধরে অনেক রকম গবেষণা হয়েছে। কিন্তু এক সাম্প্রতিক গবেষণা এ বিষয়ে এক নতুন তত্ত্ব হাজির করেছে। গবেষকেরা দেখিয়েছেন, অন্তত ৪,৫০০ বছর আগে নীল নদী থেকে একটা খালের মতো কেটে সেই জলপথে গ্রানাইট ও চুনাপাথর নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আর নীল নদীর সেই শাখার চিহ্ন দেখা যায়নি। আগে নীল নদীতে জলস্তরও অনেক বেশি ছিল (যা এখন আর নেই)। সেই উচ্চ জলস্তরকে কাজে লাগিয়ে সেই অসাধ্যসাধন করা হয়েছিল। এত খুঁটিনাটি সব জানা গিয়েছে 'প্রসিডিংস অফ দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র থেকে।

এক বিশেষ ধরনের প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, অন্তত পক্ষে ৮০০০ বছর আগের এক জলপথরেখা নীল নদীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন। পোলেন-ডিরাইভড

ভেজিটেশন প্যাটার্ন নামের এই প্রযুক্তিই এই নতুন তথ্য সামনে এনে দিয়েছে। ২০১৩ সালে লোহিত সমুদ্রের এক প্রাচীন বন্দরে প্যাপিরাসের টুকরো পাওয়া গিয়েছিল। আর সেই সূত্র ধরে গোয়েন্দাগিরি করে এই নতুন আবিষ্কার। ওই গবেষকদের প্রস্তাবিত পথ ধরে গিজার মরুতে একটি ড্রিল করেছিল দলটি। অন্তত ৩০ ফুট গর্ত করে তার ভিতর থেকে সেডিমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেখান থেকেই পুষ্পরেণু সংগৃহীত হয়েছে। যার সূত্র ধরে ক্রমে বোঝা গিয়েছে, একদা এখানে এক জলপথ ছিল।

মিশর যখন ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকল, তখনই এই খাঁড়ি বা পরিখাটিও শুকিয়ে যায়। আর ক্রমে সেখানে বালি স্তরের আস্তরণ পড়ে পড়ে জায়গাটির ভূপ্রকৃতিই সম্পূর্ণ বদলে যায়। কিন্তু প্রকৃতির নিদর্শনই শেষ পর্যন্ত ধরে দিল পুরনো প্রযুক্তির রহস্য।

কংগ্রেসের ৮ বিধায়ক বিজেপিতে

‘অপারেশন লোটাস’ এবার গোয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: কংগ্রেসে ফের বড়সড় ভাঙন নেমে এল। গোয়া কংগ্রেসের ৮ বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দিলেন। ভোটের ছ-মাস যেতে না যেতেই অপারেশন লোটাসের ধাক্কায় টলমল বিরোধীরা। গোয়া বিধানসভা নির্বাচনে জিতে ২০২২-এর পুনরায় ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। তারপরও তারা বিরোধীদের উপর রোলার চালিয়ে যাচ্ছে। বিরোধী কংগ্রেসকে ভেঙে আরও লঘু করতে তারা তৎপর গোয়ায়। গোয়ায় গতবার কংগ্রেসকে ভেঙে সরকার গঠন করেছিল। এবার কংগ্রেসকে না ভাঙতে হলেও নির্দলদের সমর্থনে বিজেপির সরকার গড়ে গোয়ায়। তবে ছ-মাস যেতে না যেতেই কংগ্রেসে থাবা বসানো শুরু করে দিল বিজেপি। ২০২২-এর নির্বাচনে গোয়ায় ৪০ আসনের বিধানসভায় বিজেপি জিতেছিল ২০ আসনে। এই রাজ্যে ম্যাজিক ফিগার ছিল ২১। অর্থাৎ ম্যাজিক ফিগারের থেকে একটি আসন কম ছিল বিজেপির। তাতে তাদের সরকার গঠন আটকায়নি। নির্দলদের সহায়তা গোয়ায় হয় বিজেপিরই সরকার। কংগ্রেস অনেকটাই পিছিয়ে ১১-য় শেষ করে। কিন্তু বিজেপির অভিসন্ধি অন্যরকম। তারা কোনও বিরোধীই রাখতে চায় না। এবার বিজেপি-বিরোধী হাওয়া প্রবল হওয়া সত্ত্বেও বিরোধীদের দিয়ে কংগ্রেসকে ভেঙে আশু লক্ষ্যে পৌঁছে যায় গেরুয়া পার্টি। বেশ কিছু আসনে স্বল্প ব্যবধানে হেরে কংগ্রেস পায় ১১টি আসন। কংগ্রেস-জোটে গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টি জয়ী হয় একটি আসনে। তৃণমূল জোটের পক্ষে মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টি পায় ২টি এবং আপ জয় পায় দুটি আসন। নির্দল তিনটি এবং বাকি একটি আসন যায় রিভলিউশনারি গোয়া পার্টির দিকে। এই ছিল নির্বাচনী ফলাফলের চিত্র। কিন্তু বিজেপি ২০ জন বিধায়ককে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তাই দল ভাঙানোর খেলায় নেমে কংগ্রেসের ৮ বিধায়কের দিকে তারা হাত বাড়িয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি স্বয়ং দাবি করেছেন, কংগ্রেসের ৮ জন বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। তারপরেই অফিসিয়ালি কংগ্রেস বিধায়করা যোগ দেন বিজেপিতে। ফলে কংগ্রেস ১১ থেকে এক ধাক্কায় নেমে গেল তিনে। আর বিজেপি ২০ থেকে বেড়ে ২৮-এ। বিজেপি সম্প্রতি একাধিক রাজ্যে অপারেশন লোটাস চালাচ্ছে। এই অপারেশন লোটাসে শিবসেনায় আড়াআড়ি বিভাজন হয়েছে। ফলে মহারাষ্ট্র দখল করেছ বিজেপি-শিবসেনা বিক্ষুব্ধরা। সম্প্রতি তারা হাত বাড়িয়েছিল ঝাড়খণ্ড ও দিল্লির দিকে। দুই রাজ্যেই মোক্ষম ধাক্কা খেয়েছে। আর বিহারেও তারা এককভাবে ক্ষমতা লাভ করতে চেয়েছিল। তাদের জোট থেকে বেরিয়ে মহাজোটে যোগ দিয়ে মোক্ষম ধাক্কা দিয়েছেন নীতীশ কুমার। তবে কংগ্রেস বিক্রি হয়ে গেল গোয়ায়।

গরু-ছাগলের মতো বিক্রি হলেন কংগ্রেস বিধায়করা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘গরু-ছাগলের মতো’ বিক্রি হয়ে গেলেন কংগ্রেস বিধায়করা। তারা ‘অশুভ’ এবং ‘জনগণ ও ঈশ্বরের শত্রু’। বিজেপিতে যোগ দেওয়া গোয়ায় কংগ্রেসি বিধায়কদের ঠিক এই ভাষাতেই সমালোচনা করল কংগ্রেসের শরিক দল গোয়া ফরোয়ার্ড পার্টি। বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) গোয়ার ১১ জন কংগ্রেসি বিধায়কের মধ্যে ৮ জনই গেরুয়া শিবিরে পাড়ি দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগম্বর কামাত এবং দলের বর্ষীয়ান নেতা মাইকেল লোবোও। গত জুলাই মাসেও দল বদলের এই সম্ভাবনা উঁকি দিয়েছিল। সেই সময় কংগ্রেস তাদের আটকাতে সক্ষম হলেও, এবার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গোয়ার বড় অদল-বদল ঘটে গিয়েছে।

গোয়ায় কংগ্রেসের শরিক দল গোয়া ফরোয়ার্ড পার্টির একজনই বিধায়ক আছেন, বিজয় সারদেশাই। তিনিই গোয়া ফরোয়ার্ড পার্টির প্রধান। এদিন গোয়া কংগ্রেসে এই লজ্জাজনক ভাঙনের পর এক সাংবাদিক বৈঠক করে বিজয় সারদেশাই বলেছেন, ‘‘সমস্ত রাজনৈতিক স্বচ্ছলতা, মৌলিক শালীনতা এবং সততার বিরুদ্ধে গিয়ে যে আটজন বিধায়ক তাঁদের সম্পদের লোভ এবং ক্ষমতার খিদের পিছনে ছোটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁরা আজ খাঁটি অশুভের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। বিশেষ করে এই পিতৃপক্ষের শুভ সময়ে এই বিধায়করা যেভাবে বিপথগামী এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের ঋণ শোধ করলেন তাতে গোয়ার জনগণ মনে করছেন, তাঁদের পিছন থেকে ছুরি মারা হয়েছে।

ক্ষমতায় থাকার জন্য বিজেপি যে কোনও প্রতারণা এবং কারসাজির আশ্রয় নেয় বলেও অভিযোগ করেছেন বিজয় সারদেশাই। তিনি আরও বলেন, ‘‘কংগ্রেস বিধায়করা নিজেদের গবাদি পশুর মতো কেনাবেচার জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন। এই রাজনৈতিক দলত্যাগ শুধুমাত্র জনগণের রায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা নয়, ঈশ্বরের অবমাননা ও উপহাসও বটে’’। গোয়াবাসীকে এই ‘বিশ্বাসঘাতকদের’ প্রত্যাখ্যান করার জন্য এবং তাঁদের ‘জনগণ ও ঈশ্বরের শত্রু’ হিসেবে চিহ্নিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এর আগে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গোয়ার রাজনৈতিক চিত্র পুরোপুরি বদলে যায়। এদিন সকালেই গোয়ার স্পিকারের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন ওই কংগ্রেসী নেতারা। বিধানসভার কোনও অধিবেশন চলছে না। এর মধ্যে স্পিকারের সঙ্গে বৈঠকে, তাঁদের দলত্যাগের জল্পনা তৈরি হয়েছিল। এরপর রাজ্যে বিজেপি সভাপতি সদানন্দ শেঠ তানাওয়ারে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন ৮ কং বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। এর এক ঘণ্টার মধ্যে ‘অপারেশন কমল’ সম্পূর্ণ হয়। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কামাত বলেন, ‘‘আমরা কংগ্রেসের প্রতি অসন্তুষ্ট। আমরা দেখেছি গুলাম নবি আজাদের সঙ্গে কী হয়েছে। আমরা রাজ্যের উন্নতির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্তের সঙ্গে কাজ করব।’’

‘মিছিলে শিশুরা কেন?’

রাহুলের বিরুদ্ধে সরব জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত জোড়ো যাত্রায় বেরিয়ে একের পর এক বিতর্কে রাহুল গান্ধী। কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে এবার রাজনৈতিক প্রচারে শিশুদের ব্যবহারের অভিযোগ উঠল। নির্বাচন কমিশনকে ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করল জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন। গত সপ্তাহ থেকে ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু করেছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত পদযাত্রার প্রথম কয়েকদিনেই তামিলনাড়ু এবং কেরালায় সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছে রাহুলকে। এই জনসংযোগে বহু শিশুকেও দেখা গিয়েছে রাহুলের মিছিলে। সেই ছবি সামনে তুলেই কংগ্রেস সাংসদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বার্থে শিশুদের ব্যবহার করার মতো গুরুতর অভিযোগ সামনে এল। জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের দাবি, রাহুল গান্ধী এবং জওহরলাল মঞ্চ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে শিশুদের টার্গেট করছে এবং তাদের মিছিলে অংশ নিতে বাধ্য করছে বলে অভিযোগ পেয়েছেন তাঁরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কিছু ছবি, ভিডিও প্রচারিত হয়েছেও বলে অভিযোগ। কংগ্রেসের ‘ভারত জোড়ো, বাচ্চে জোড়ো’ স্লোগান নিয়ে আপত্তি উঠেছে বলে জানিয়েছে শিশু সুরক্ষা কমিশন। অভিযোগ, শিশুদের মিছিলে যুক্ত করে নির্বাচন কমিশনের নিয়ম ভেঙেছে কংগ্রেস। কমিশনের নিয়ম অনুসারে শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্করাই রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া চিঠিতে জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন লিখেছে, শিশুদের অধিকার প্রাথমিক ভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা পূরণের জন্য শিশুদের ব্যবহার করা নির্যাতনের মধ্যেই পড়ে। শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর এই চেষ্টা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারে। কমিশনের মতে শিশুদের রাজনৈতিক কাজে এভাবে ব্যবাহার সংবিধানের ২১ নম্বর ধারার পরিপন্থী। কমিশনকে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন।

৭ সেপ্টেম্বর কন্যাকুমারী থেকে ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু করেছেন রাহুল গান্ধী। এই কর্মসূচির প্রথম থেকেই একের পর এক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রাহুল ৪১ হাজারি টি শার্ট পড়ে হাঁটছেন বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। কখনও আবার তামিলনাড়ুতে ধর্ম যাজকের সঙ্গে রাহুল গান্ধীর সাক্ষাৎ নিয়ে সুর চড়িয়েছে গেরুয়া শিবির। সোমবার ভারত জোড়ো যাত্রার প্রচারে আরএসএস ও বিজেপিকে নিয়ে কংগ্রেসের একটি টুইট নিয়েও তুঙ্গে ওঠে দুই শিবিরের তরজা। কন্যাকুমারী থেকে ৩৫৭০ কিলোমিটার অতিক্রম করে শ্রীনগরে রাহুল গান্ধীর এই কর্মসূচি শেষ হওয়ার কথা। প্রায় পাঁচ মাস ধরে এই ভারত জোড়ো যাত্রা চলবে বলে জানিয়েছে কংগ্রেস।

বেঙ্গালুরুতে অতিবৃষ্টির জেরে প্লাবন। অশীতিপর বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছেন ফায়ার ফাইটাররা।

যোগী-রাজ্যের স্কুল পাঠ্যে জাতীয় সংগীতের ‘বিকৃতি’

‘উৎকল’ ও ‘বঙ্গ’ বাদে তীব্র বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্কুলের পাঠ্য বইতে জাতীয় সংগীতকে বিকৃত করে ছাপার অভিযোগ উঠল। যা নিয়ে এবার বিতর্কের মুখে পড়ল যোগী আদিত্যনাথের সরকার। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, উত্তরপ্রদেশের প্রায় আড়াই থেকে ৩ লাখ স্কুলের বইতে বিকৃত করে জাতীয় সংগীত ছাপা হয়েছে। সেখানে ‘উৎকল’ এবং ‘বঙ্গ’ শধ দু’টি বাদ দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে ওই সংবাদ সংস্থা। উত্তরপ্রদেশে প্রশাসন সূত্রে খবর, এই ভুল সরকারের তরফে হয়নি। ভুল করেছে প্রকাশক সংস্থা। ভুলটি নজরে আসার পরই ওই বইগুলি বদলে দেওয়া হয়েছে বলেও সাফাই দিয়েছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন।

উত্তরপ্রদেশের সরকারি স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের বিনামূল্য পাঠ্য বই দিয়ে থাকে যোগী আদিত্যনাথ প্রশাসন। সেই মতো নিয়ম মেনে গত এপ্রিলে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে পড়ুয়াদের মধ্যে বই বিতরণ করা হয়। এরপরই ভুলটি নজরে আসে সবার। দেখা যায় পঞ্চম শ্রেণির হিন্দি পাঠ্য বইয়ের শেষ পাতায় যে জাতীয় সংগীত ছাপা হয়েছে, তা ভুলে ভরা। সূত্রের খবর, ওই বইগুলি কৌশাম্বির স্কুলগুলিতে বিলি করা হয়েছিল। বিষয়টি নজরে আসার পরই, ওই বই বিলি বন্ধ রাখে উত্তরপ্রদেশে প্রশাসন। পাশাপাশি, ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় সংগীতের অবমাননার মতো মারাত্মক অভিযোগ সামনে আসায় বিষয়টিকে মোটেই হালকা ভাবে নিচ্ছে না যোগী আদিত্যনাথ প্রশাসন। স্কুলে বইগুলি বিলি করার আগে কেন তা পরীক্ষা করে দেখলেন না দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট আধিকারিক? কৌশাম্বীর শিক্ষা অফিসারের কাছে জানতে চেয়েছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন। এই নিয়ে নোটিশও ধরানো হয়েছে তাঁকে। সংবাদ সংস্থার কাছে অবশ্য এই নিয়ে মুখ খুলতে চাননি কৌশাম্বীর ওই শিক্ষা আধিকারিক।

অন্যদিকে ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে ছাত্র আন্দোলন। পড়ুয়াদের অভিযোগ, চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৪০ শতাংশ ফি বৃদ্ধি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই নিয়ে রাজ্যের শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরাও। তাঁদের বক্তব্য, অনেক পড়ুয়ারই বেশি ফি দিয়ে উচ্চ শিক্ষা নেওয়ার ক্ষমতা নেই। সেক্ষেত্রে মাঝপথে তাঁদের লেখাপড়া ছাড়তে হতে পারে। বিজেপি সরকারের মুখোশ খুলে পড়েছে। তাঁরা যে শিক্ষার প্রসার চায় না, এই পদক্ষেপগুলো থেকেই সেটা স্পষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি বৃদ্ধির জেরে আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে মন্তব্য করেছেন সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। যা নিয়ে পালটা জবাব দিয়েছে পদ্ম শিবির। বিশ্ববিদ্যালয় স্বশাসিত সংস্থা। সেখানে সরকারের কোনও হস্তক্ষেপ চলে না। জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের বিজেপি নেতারা।

দ্য ভয়েস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল

বিজেপি নেতৃত্বের কোন্দল প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিজেপির নেতৃত্বের মধ্যে যে কোনও একতা নেই, তা নবান্ন অভিযানের মতো বড়ো আন্দোলন ক্ষেত্রেও প্রকট হয়ে উঠল। প্রকাশ্যে মতবিরোধ দেখা গেল প্রাক্তন ও বর্তমানে রাজ্য সভাপতির মধ্যে। অর্থাৎ বিজেপিতে ফের দেখা দেখা দিলীপ ঘোষ বনাম সুকান্ত মজুমদার। যখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শাসক তৃণমূলকে নবান্ন থেকে উৎখাতের সংকল্প নিয়ে আন্দোলন চলছে, তখন এই ধরনের মতানৈক্য দলের রণনীতিতে আঘাত দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

শুভেন্দু অধিকারী ময়দানে নামার আগেও লালকার্ড দেখে মাঠের বাইরে। কার্যত লালবাজারে বসে তাঁকে বিজেপির নবান্ন অভিযান দেখতে হয়েছে। নবান্ন অভিযানে তখন বিজেপির ত্রি-শক্তির বাকি দুই শক্তি রাজপথে নেমেছেন। একদিকে বর্তমান রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, অন্যদিকে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শুভেন্দু অধিকারীকে নবান্ন অভিযানে নামাতে না পারলেও, বিজেপি পিছু হটার পাত্র নয়, দিকে দিকে বিজেপি কর্মীরা পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে শামিল হয়েছেন, বুক চিতিয়ে লড়াই করেছেন, তখনই প্রকাশ্যে এল মতবিরোধ। হাওড়া ময়দান থেকে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, সঙ্গে অগ্নিমিত্রা পাল। পুলিশের বাধা পেয়ে তিনি বসে পড়লেন ধর্নায়। তখন অপর এক মিছিল নিয়ে এগোচ্ছিলেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বাধা পেয়ে সেখানেই কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। তিনি ঘোষণা করে দেন, আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, নবান্ন অভিযান শেষ।

মুকুলকে চাইছেন মমতা!

সাড়ে তিন বছরের দূরত্ব কি সহজে ঘোচে

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুকুল রায়কে ফের পুরনো ফর্মে পেতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জন্য তিনি নিজে ফোন করেছিলেন মুকুলকে। বলেছিলেন, তৃণমূল ভবনে আসুন এবং ৮ সেপ্টেম্বর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের কর্মিসভাতেও আসা চাই। সেইমতো মুকুল রায় এসেছিলেন। কিন্তু তাঁকে কি দেখা গেল আগের ফর্মে? পুরনো মুকুল কি ফিরে এলেন তৃণমূলের সমাবেশে?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন, পুরনোরা আবার সক্রিয় হন। তাঁদের সঙ্গে অনেক স্বচ্ছন্দ তিনি। দলের নেতৃত্বে পুরনো-নতুনদের মিশেল ঘটুক। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা আর তারুণ্যের মেলবন্ধন ঘটাতে চাইছেন তিনি। পঞ্চায়েত ভোটের আগে তিনি চাইছেন মুকুল রায়ের মতো ক্ষুরধার ভোট-কৌশলীকে ব্যবহার করতে। সেইজন্যই তাঁকে ফের তলব করেছিলেন মমতা।

রাজনৈতিক কৌশল রচনায় এবং ভোট পরিচালনায় মুকুল রায়ের জুড়ি মেলা ভার বঙ্গ রাজনীতিতে। তিনি তাঁর মস্তিষ্ক দিয়ে বহু ভোট-যুদ্ধে দলকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলে মুকুল রায় হয়ে উঠেছিলেন চাণক্য। তাঁর কৌটিল্য-নীতিতে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক তিনি অনায়াসে ধরাশায়ী করেছিলেন বিরোধীদের।

এমনকী বিজেপিতে গিয়েও তিনি চাণক্যের নীতি প্রয়োগে স্বতন্ত্র ছিলেন তিনি। কিন্তু বিজেপিতে সাড়ে তিন বছর কাটিয়ে তৃণমূলে ফেরার পর আর তাঁকে পুরনো ছন্দে ফিরে পাওয়া যায়নি। তিনি ধীরে ধীরে অন্তরালে চলে গিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ ও শারীরিক কিছু সমস্যা তাঁকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। এরই মধ্যে রাজ্য রাজনীতিতে

অনেক স্রোত বয়ে গিয়েছে। তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিয়োগ-দুর্নীতিতে গ্রেফতার হয়েছেন। আবার অনুব্রত মণ্ডলও গরু-পাচারকাণ্ডে জেল হেফাজতে। তৃণমূলের আরও অনেকে ইডি-সিবিআই স্ক্যানারে রয়েছেন। এই অবস্থায় পুরনো নেতাদের পাশে চাইছেন মমতা। পার্থ-অনুব্রত পঞ্চায়েত ভোটের আগে মাইনাসের খাতায় পড়ে যাওয়ায় মুকুল রায়দের মতো পুরনোদের পাশে চাইছেন মমতা।

মুকুল রায় একদা তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড ছিলেন। মুকুল রায় থাকাকালীন দলের সংগঠন নিয়ে কোনওদিন চিন্তা করতে হত না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। একার হাতে সামলাতেন গোটা রাজ্যের তৃণমূল সংগঠনকে। ভোট-অঙ্কও ছিল তাঁর নখদর্পণে। এহেন মুকুল রায়কে হারিয়ে প্রাথমিকভাবে তৃণমূল বিপাকে পড়েছিল। পরবর্তী সময়ে মুকুল রায়ের জায়গা নেওয়ার চেষ্টা করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগঠনের ভার নিজের হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু চাণক্য মুকুলের জায়গা এখনও তৃণমূলে ভরাট হয়নি। তাই তো প্রশান্ত কিশোরের মতো পেশাগত ভোট কৌশলীকে এনে ২০২১-এর নির্বাচন করতে হয়েছিল। কিন্তু মমতা চাইছেন মুকুল যখন ফিরে এসেছেন দলে, তখন তাঁকে পুরনো ছন্দে দেখতে।

সেই কারণেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে যখন সাড়া দিয়ে মুকুল রায় তৃণমূল ভবন ও নেতাজির ইন্ডোরের কর্মিসভায় এসেছেন, তখন তাঁকে কী রূপে এবং কী ভূমিকায় দেখা যায়, তা জানতে আগ্রহী ছিল রাজনৈতিক মহল। সেখানে দেখা গেল মুকুল রায় দ্বিতীয় সারির নেতাদের সঙ্গে বসে রয়েছেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মিসভায় আসতেই বদলে গেল ছবিটা। স্বয়ং সুব্রত বক্সি মুকুল রায়কে পথ দেখিয়ে মঞ্চে নিয়ে আসছেন। দুদিন আগেই তিনি তৃণমূল ভবনে সুব্রত বক্সির সঙ্গে বৈঠক করে বলেছিলেন, আমি এখনও মরে যাইনি, বেঁচে আছি। তারপর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় সারি থেকে মঞ্চে উঠে আসা তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিয়ে গেল এদিন।

মুকুল রায়কে এদিন পুরনো নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দৃশ্যতই খোশ মেজাজে দেখা গিয়েছে। তাতে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন মুকুল রায় যদি ফের দায়িত্ব পান তবে পুরনো ফর্মে ফিরতে বিলম্ব হবে না। কিন্তু প্রশ্ন একটাই নতুন তৃণমূলে পুরনো মুকুলের ঠাঁই হবে তো! সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো আবার নতুন তৃণমূলের স্লোগান তুলেছেন! অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে অবশ্য কোনও ভেদাভেদের কথা বলেননি। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন তৃণমূলে কোনও সেকেন্ড ম্যান নেই। এক থেকে একশো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর বাকি সবাই কর্মী। আমিও কর্মী। এই অবস্থায় দেখায় মুকুল রায় নতুন তৃণমূলে কীভাবে জায়গা করে নেন আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের আগে।

বিধায়ককেই জেলা পরিষদের সভাধিপতি বাছলেন মমতা

ফের ‘এক ব্যক্তি এক পদ’ নীতি উপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিজেপির নবান্ন অভিযানের দিনেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জেলা সফর শুরু করেছেন। আর তাঁর জেলা সফর শুরু হয়েছে দুই মেদিনীপুর থেকে। সোমবার খড়্গপুরের সভা থেকেই তিনি ঘোষণা করলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতির নাম। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে দলের এক বিধায়ককেই এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা সভাধিপতি করা হচ্ছে উত্তম বারিককে। উত্তম বারিক পটাশপুরের বিধায়ক। তাঁর কাঁধেই চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই গুরুভার। বছর ঘুরলেই পঞ্চায়েত ভোট। সেই নিরিখে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা সভাধিপতি নির্বাচনের দিকে নজর ছিল রাজনৈতিক মহলের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্ষেত্রে ‘এক ব্যক্তি এক পদ’ নীতি উপেক্ষা করেই পটাশপুরের বিধায়ক উত্তম বারিককে বেছে নিলেন জেলা সভাধিপতির আসনে। খড়গপুর শিল্পতালুকে এদিন পূর্ব মেদিনীপুরের নেতাদের নিয়ে এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সভার পরই তিনি ঘোষণা করেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতির নাম।

পটাশপুরের তৃণমূল বিধায়কের উপরই আস্থা রাখলেন মমতা। পঞ্চায়েত ভোটের আগে কোনওরকম ঝুঁকি তিনি নিতে চাইলেন না। ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছে প্রায় চার মাস। জেলা পরিষদের সভাধিপতি নেই। অনেক কাজ আটকে রয়েছে। সামনে পঞ্চায়েত ভোটের আগে সেই কাজ সারতে হবে। তাই দক্ষ হাতেই তিনি ভার তুলে দিলেন। হাতে সময় মাত্র কয়েক মাস। তাই এই অবস্থায় তিনি আনকোরা কাউকে বেছে নিতে সাহস করলেন না বলেই বিশেষ সূত্রের খবর। গত ১৮ মে প্রয়াত হয়েছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরে জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবব্রত দাস। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তারপর থেকেই পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পরিষদের সভাধিপতির আসনটি ফাঁকা পড়েছিল। সম্প্রতি ঠিক হয়েছিল চার দিনের জেলা সফরে এসে নয়া সভাধিপতি কে হবেন, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার ছিল বিজেপির নবান্ন অভিযান। মুখ্যমন্ত্রী সোমবারই চলে এসেছিলেন মেদিনীপুরে। মঙ্গলবার যখন বিজেপির নবান্ন অভিযানকে ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়ে কলকাতা ও হাওড়া, তখন মঙ্গলবার দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করেন। এই বৈঠক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেন। এরপর বুধবার তিনি তমলুকের নিমতৌড়িতে প্রশাসনিক সভা করবেন। সেই সভা থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প মেরিন ড্রাইভের।

তারপর তিনি ফিরে আসবেন পশ্চিম মেদিনীপুরে। ১৫ সেপ্টেম্বর খড়গপুর শিল্পতালুকের স্টেডিয়ামে তিনি সাত হাজার যুবক-যুবতীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন। মঙ্গলবার তিনি খড়গপুরের বৈঠক থেকেই বিজেপির নবান্ন অভিযান নিয়ে সরব হন। তিনি বলেন, এই নবান্ন অভিযান প্রমাণ করেছে বিজেপির বেলুন ফুটো হয়ে গিয়েছে, লোক হয়নি নবান্ন অভিযানে।

গাভাসকার-সচিন-কোহলির রেফারেন্স টেনে দলকে বার্তা মদনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: কয়েকদিন আগেই ৭২ পেরোলেই অবসর নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যে তাপস রায়কে সমর্থনের বার্তা দিয়েছিলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। ফের একবার তিনি ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন। এবার সুনীল গাভাসকার, সচিন তেণ্ডুলকর ও বিরাট কোহলির রেফারেন্স টেনে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিলেন। ফের জল্পনা শুরু হল তাঁর মন্তব্য নিয়ে।

বরানগরের তৃণমূলের বিধায়ক তাপস রায় সম্প্রতি দলে পদ আঁকড়ে থাকা নিয়ে ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য করেন। তারপরই ১৯৭২ চলে গিয়েছে ফলে ৭২-কেও চলে যেতে হবে এটাই নিয়ম বলে জল্পনা বাড়িয়েছিলেন। এবার মদন মিত্র বললেন, গাভাস্কার খেলা না ছাড়লে বিরাট কোহলির জন্ম হত না, সচিন তেন্ডুলকার খেলা না ছাড়লে পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি হত না। মদন মিত্র সম্প্রতি বেলঘরিয়ার ক্ষমতা ধরে রাখা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন। নতুন তৃণমূলের হোর্ডিং পড়ার পর থেকেই তৃণমূলে এই নয়া বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া নতুন তৃণমূল লেখা ব্যানার পড়ে কালীঘাট ও দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায়। তৃণমূলে যখন একের পর এক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন পুরনো নেতারা, তখন এ ধরনের মন্তব্যে জল্পনা বেড়েছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি তৃণমূলকে নতুন রূপে সাজানোর কথা বলেছেন। সেইসঙ্গে বিতর্ক দমনে তিনি বলেছেন, নতুন তৃণমূল মানে মানুষ যেমন চায়, তেমনরূপে তৃণমূলকে গড়ে তুলতে চান তিনি। সেখানে নতুন-পুরনো সবাই থাকবেন। সম্প্রতি নতুন তৃণমূল নিয়ে নতুন পার্টি হচ্ছে বলে অনেকের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। অভিষেক সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তেমন কোনও ঘটনা নয়। তাপস রায়ের পর মদন মিত্রের এই ধরনের মন্তব্যেরও রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করছে রাজ্য রাজনীতির বিশেষজ্ঞরা। তাপস রায়ের সুরেই কদিন আগে মদন মিত্র কথা বলেছিলেন। তৃণমূলকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে তৃণমূলকে। একটা সময় ৭২-কে যেতেই হবে। ১৯৭২ চলে গিয়েছে আর ৭২ যাবে না! মদন মিত্রের এই ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয় এই ধরনের মন্তব্যে।

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- **মনিরুল করিম** (হারুদা)

মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

কথা বলার ইসলাম নির্দিষ্ট আদবকায়দা

রাসুল সা. এরশাদ করেন, ‘‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তার উচিত কথা বললে ভালো কথা বলা, অন্যথায় চুপ থাকা।’’

জঁ লা ব্রুয়ঘ (১৬৪৫-১৬৯৬) একজন ফরাসি লেখক। তিনি এই একই কথাকে এই শধযোগে বলেছেন, ‘‘বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়, মানুষের ভেতর এতটুকু বোধশক্তি নেই যে, সে ভালো কথা বলবে নাকি চুপ থাকবে।’’

কথা বলার ক্ষমতা একটি আল্লাহপ্রদত্ত অবর্ণনীয় পর্যায়ের মহান ক্ষমতা। এই ক্ষমতাকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তবে তা আশীর্বাদ। আর যদি এই ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়, তাহলে তা বড় বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। কথা বলার ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার হল; ব্যক্তি তার কথা বলার আগে চিন্তা করবে, নিজে বলার আগে অন্যের কথা শুনবে এবং যে শধটিই সে উচ্চারণ করবে, এটা স্মরণে রেখে করবে যে, তার উচ্চারিত প্রতিটি শধের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে। কথা বলার সুযোগ আছে, তবুও সে চুপ থাকতে পছন্দ করবে। দায়বদ্ধতার অনুভূতি নিয়ে কথা বলবে, আবেগের তাড়নায় নয়। পক্ষান্তরে, কথা বলার ক্ষমতার অপব্যবহার হল; ব্যক্তি চিন্তা না করেই কথা বলবে। সে কেবল শোনাতে আগ্রহী, শোনার আগ্রহ নেই। কোনও বিষয় গভীরভাবে না বুঝে তার উপর বক্তব্য বা মন্তব্য করতে দাঁড়িয়ে যাবে। তার বলা কথা হবে আত্মপ্রকাশের জন্য, সত্য প্রকাশের জন্য নয়।

কথা বলা সবচেয়ে বড় পুণ্য এবং কথা বলা সবচেয়ে বড় পাপের কাজও। যে ব্যক্তি এই বাস্তবতা উপলব্ধি করবে, তার কথা বলা যেমন অর্থময় হবে, তেমনই তার চুপ থাকাও হবে অর্থময়।

বিসমিল্লাহ রহমানির গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মৌলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান

‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমে’র অর্থ পরম করুণাময় অতিশয় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। এই বাক্যটি কোরানে ১১৪ বার এসেছে এবং একমাত্র সূরা তওবা ছাড়া প্রত্যেক সুরা শুরু হয়েছে এই বাক্যের মাধ্যমে। এক সূরায় কম থাকলেও সূরা নামলে দুইবার বিসমিল্লাহ এসে ১১৪-এর সংখ্যা পূর্ণ করে দিয়েছে। এই অস্বাভাবিক পুনরুক্তির নিশ্চয় আলাদা তাৎপর্য আছে।

‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমে’র অর্থ পরম করুণাময় অতিশয় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। এই বাক্যটি কোরানে ১১৪ বার এসেছে এবং একমাত্র সূরা তওবা ছাড়া প্রত্যেক সুরা শুরু হয়েছে এই বাক্যের মাধ্যমে। এক সূরায় কম থাকলেও সূরা নামলে দুইবার বিসমিল্লাহ এসে ১১৪-এর সংখ্যা পূর্ণ করে দিয়েছে। এই অস্বাভাবিক পুনরুক্তির নিশ্চয় আলাদা তাৎপর্য আছে।

মানুষ যখন কোনও কাজ শুরু করে, কোনও না কোনও কিছুর ভরসায় শুরু করে। যেমন মেধাশক্তি বা শারীরিক শক্তি, ধন-সম্পদ, সহায়তাকারী, সহযোগী, অবস্থা ও আসবাব ইত্যাদির ভরসা করে। কিন্তু এসবের ওপর ভরসা করা মুমিনসুলভ কাজ নয়, বরং একজন মুমিন যে কোনও কাজের শুরুতে একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে। তখন তার বুক ঐশী স্পৃহায় পূর্ণ হয়ে যায়। বান্দার জন্য কাজ শুরু করার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হল আল্লাহর নামে শুরু করা, যিনি দয়া ও অনুগ্রহের ভাণ্ডার, এবং যাঁর রহমত সবসময় উপচে পড়ে। আল্লাহর নামে শুরু করার অর্থ এই দোয়া করা যে, আপনার অসীম দয়া থেকে আমাকে কিছু দান করে সহায়তা করুন, আমার কাজটা সহিসালামতে পূর্ণ করে দিন। এই দোয়া বান্দার তরফ থেকে তার বন্দেগির অংশ, একই সাথে সফলতার জন্য আল্লাহকে জামিন মানা।

কোরানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল— মুমিনের অন্তরে যেন সঠিক অনুভূতি জন্মায় এমন দোয়ার বহুল ব্যবহার। বিসমিল্লাহ এধরনের দোয়ার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। হাদিসে আছে আল্লাহর রাসূল সা. বলেন, ‘‘কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ যদি বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করা না হয়, তাহলে সে কাজটি লেজকাটা বা অসম্পূর্ণ থাকে।’’ (আত তাফসিরুল মাজহারি ২/১)

এর মানে দুনিয়ায় কোনও কাজ কেবল তখনই পূর্ণতা পায় যখন আল্লাহর সাহায্যে ধন্য হয়। কোনও কাজ ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম’ বলে শুরু করার অর্থ একথা বলা যে, হে আল্লাহ, আমি একটা কাজ শুরু করেছি, এবার আপনার মদতে কাজটি পূর্ণ করে দিন।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমে কোনও ঐন্দ্রজালিক গূঢ়তত্ত্ব নেই, এর অক্ষরে বা আক্ষরিক মানে এমন কোনও জাদুশক্তি নেই যে আপনি তাবিজ বানিয়ে রাখবেন। বরং বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বাক্যটি নিজেই একটি শক্তি, যা মানুষের মধ্যে আল্লাহর প্রতি তীব্র ভালোবাসা, আবেগ ও স্পৃহা তৈরি করে এবং এর ওপর ভর করেই মানুষ আল্লাহর মারিফাত লাভ করে।

যখন আপনার ভেতর এই বিশ্বাস জন্মাবে যে আল্লাহতায়ালা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যা হয় তাঁর সাহায্যেই হয়, তাঁর সাহায্য ছাড়া দুনিয়ায় কিছুই ঘটে না— এই অনুভূতি যখন বাক্য হয়ে আপনার জবানে উচ্চারিত হবে তখন এরই নাম হবে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই বাক্যে বিশেষভাবে আল্লাহর ‘দয়া’ গুণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, কারণ মানুষ হিসেবে আমরা আল্লাহর যে গুণের সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী, তা হল দয়। আল্লাহর এই গুণের কারণেই মানুষ নেয়ামত ও দানগ্রহণের উপযোগী হয়। আল্লাহতায়ালার ‘কাদির’ বা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া মানে তাঁর সত্তায় কোনও অপূর্ণতা নেই, আর ‘রহমানুর রহিম’ হওয়া মানে তাঁর কুদরতের খাজানা থেকে তিনি মানুষকেও ‘প্রাপ্য’ বানিয়েছেন।

মানুষ মূলত দুর্বল প্রাণী। মানুষ যখন কোনও কাজ শুরু করে, কাজটা বড় হোক বা ছোট, তারা ভাবে যদি শক্তিশালী কেউ এসে তার কাজটা সম্পাদন করে দিত, যদি তার ঘাটতি পূরণ করে দিত, যে কাজটা সে করতে পারছে না, তা যদি কেউ আপন সাহায্যে করে দিত। প্রত্যেক কাজের শুরুতেই এই অনুভূতি আপনা আপনিই মানুষের মনে জন্মায়। আল্লাহর সাহায্য চাওয়া এই দুর্বলতারই অংশ।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম একটি ব্যাপক অর্থবহ বাক্য, একই সাথে দোয়া ও জিকির, এই বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহর বড়ত্ব ও তাঁর তুলনায় বান্দার ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশ পায় এবং এর মাধ্যমে মানুষ শক্তিশালী সত্তার হাতে নিজেকে সঁপে দেয়।

অনুবাদ — কাজী একরাম

জান্নাতিদের প্রাথমিক আপ্যায়নের ব্যবস্থা

মুফতি আবুল কাসেম

দুনিয়ায় মানুষের সব আশা পূরণ হবে না। বরং জান্নাতেই তার সব আশা পূরণ হবে। সেখানে তার কোনও ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকবে না। থাকবে না সুখ-শান্তির অন্ত। আরাম-আয়েশের জন্য যা যা প্রয়োজন তার সব কিছুই থাকবে জান্নাতে।

মানুষের আশার শেষ নেই। প্রতিনিয়ত কত আশা করে মানুষ। কত স্বপ্ন বুকের মাঝে লালন করে। কিন্তু কিছু স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। রূপ পায় না বাস্তবে। কিছু স্বপ্ন মরে যায় বুকের ভেতর। কিছু স্বপ্ন আহত হয়ে পড়ে থাকে মনের গহীনে।

দুনিয়ায় মানুষের সব আশা পূরণ হবে না। বরং জান্নাতেই তার সব আশা পূরণ হবে। সেখানে তার কোনও ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকবে না। থাকবে না সুখ-শান্তির অন্ত। আরাম-আয়েশের জন্য যা যা প্রয়োজন তার সব কিছুই থাকবে জান্নাতে। পবিত্র কোরানে ইরশাদ হয়েছে, ‘‘আর সেখানে (জান্নাতে) রয়েছে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত এবং চোখ জুড়ানো সবকিছু। তোমরা তথায় চিরকাল বসবাস করবে। আর এই যে তোমরা জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ, এটা তোমাদের কর্মের ফল।’’ (সূরা যুখরুফ— ৭১-৭২)

জান্নাত যেমন অকল্পনীয়, তেমনি তার নেয়ামতও হবে অকল্পনীয়। প্রিয়নবি সা. ইরশাদ করেছেন, আল্লাহতায়ালা বলেন, ক্ষ্মআমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু তৈরি করে রেখেছি, যা কখনও কোনও চোখ দেখেনি, কোনও কান শোনেনি, যা সম্পর্কে কোনও মানুষের মনে কোনও ধারণাও জন্মায়নি।’’ (সহিহ মুসলিম— ৭০২৪)

জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরকে মাছের কলিজা দিয়ে নাস্তা দেওয়া হবে। হজরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘‘আমি একবার রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। ইতিমধ্যে এক ইহুদি পাদ্রি এসে বলল, ‘আসসালামু আলাইকা ইয়া মহম্মদ।’ তখন আমি তাকে এমন জোরে ধাক্কা দিলাম যে, সে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। (ধাক্কা খেয়ে) সে আমাকে বলল, ‘‘তুমি আমাকে ধাক্কা দিলে কেন?’’ আমি বললাম, ‘‘রাসূলুল্লাহ না বলে ইয়া মহম্মদ বললে কেন?’’ ইহুদি বলল,‘‘আমি তো তাকে সেই নামেই ডেকেছি তার পরিবার যে নাম রেখেছে।’’ তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, ‘‘আমার পরিবারের লোকেরা আমার নাম মহম্মদই রেখেছেন।’’ এরপর ইহুদি বলল, ‘‘আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে এসেছি।’’ প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ সা. তাকে বললেন, ‘‘আমি তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্পর্কে জানালে তোমার কী লাভ হবে?’’ সে বলল, ‘‘তা মনোযোগ সহকারে শুনব।’’ রাসূলুল্লাহ সা. তার হাতে থাকা লাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে বললেন, ‘‘তোমার যা জিজ্ঞাসা করার জিজ্ঞাসা করো।’’

ইহুদি বলল, ‘‘যেদিন আকাশ ও জমিনকে পরিবর্তন করা হবে (কেয়ামতের দিবসে) সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে?’’ রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, ‘‘তারা সেদিন পুলসিরাতের নিকটে একটি অন্ধকার স্থানে থাকবে।’’

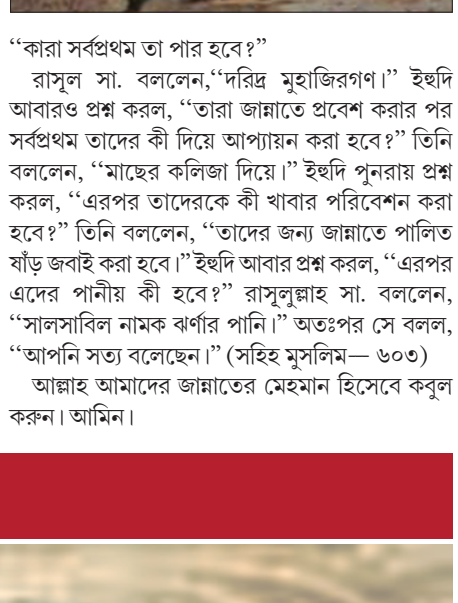

‘‘কারা সর্বপ্রথম তা পার হবে?’’

রাসূল সা. বললেন,‘‘দরিদ্র মুহাজিরগণ।’’ ইহুদি আবারও প্রশ্ন করল, ‘‘তারা জান্নাতে প্রবেশ করার পর সর্বপ্রথম তাদের কী দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে?’’ তিনি বললেন, ‘‘মাছের কলিজা দিয়ে।’’ ইহুদি পুনরায় প্রশ্ন করল, ‘‘এরপর তাদেরকে কী খাবার পরিবেশন করা হবে?’’ তিনি বললেন, ‘‘তাদের জন্য জান্নাতে পালিত ষাঁড় জবাই করা হবে।’’ইহুদি আবার প্রশ্ন করল, ‘‘এরপর এদের পানীয় কী হবে?’’ রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, ‘‘সালসাবিল নামক ঝর্ণার পানি।’’ অতঃপর সে বলল, ‘‘আপনি সত্য বলেছেন।’’ (সহিহ মুসলিম— ৬০৩)

আল্লাহ আমাদের জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

দ্য ভয়েস অব লিটারেচার

কবিতা ও ছড়া

শরতের সাজ

কাজী সামসুল আলম

শরৎ সাজে সবুজ রঙে
শিশির পড়ে রাতে
শিউলি ঝরে ভোরের বেলায়
বাতাস গন্ধে মাতে।

দোপাটিরা হাসি ছড়ায়
রাঙা জবা হাসে
সূর্য বাদল লুকোচুরি
মেঘের ভেলা ভাসে।

শরৎ এলেই কাশফুলেরা
বাতাস পেয়ে দোলে
শাপলা শালুক সকাল হলেই
বন্ধ আঁখি খোলে।

হাওয়ায় ভেসে দোয়েল ফিঙে
নাচে যে প্রাণ খুলে
সন্ধ্যে বেলায় শোভা বাড়ায়
হলুদ ঝিঙে ফুলে।

শরৎ মানেই দুর্গাপূজা
ঢাকের বাদ্যি বাজে
রূপ মহিমায় ঋতুর রানি
নানান রূপে সাজে।

গাঁয়ের রাখাল

বিদ্যুৎ মিশ্র

পলাশবনির মাঠ পেরিয়ে ঐ যে আদুল গায়ে
যাচ্ছে দেখা গাঁয়ের রাখাল চলছে হেলে বাঁয়ে।
তালপাতার সে বানিয়ে বাঁশি মিষ্টি সুরে গায়
পথ ভুলে ও তেপান্তরে হয়তো হেঁটে যায়।

বন্ধু যে তার গরু ছাগল এবং পশুপাখি
এমন বন্ধু পেলে তখন যতন করে রাখি
সারাটা দিন ওদের সাথে সবুজ মাঠে গিয়ে
ঘুরে বেড়াই উদাম গায়ে গামছা কাঁধে নিয়ে।

ঐ ছেলেটির সঙ্গে আমার যেতে ইচ্ছে করে
সাঁঝ পেরোলে আঁধার হলে ফিরব তবে ঘরে।
তাল পুকুরে আঁজলা ভরে মিষ্টি জলটা খাবো
গাছের ছায়ায় হেলান দিয়ে ঘুমের দেশে যাবো।

ইচ্ছে করে সেই ছেলেটির খেলার সাথী হয়ে
নদীর মাঝে ঢেউয়ের সারি তেমনি যাবো বয়ে।
শহর ছেড়ে একটা দিন এই পলাশবনি এসে
ইচ্ছে করে যাই হারিয়ে সেই রাখালের বেশে।

শরৎ এলেই

শক্তিপদ পণ্ডিত

বর্ষা শেষে শরৎ এলেই
শিউলি ফোটে গাছে,
ফুলে ফুলে ছন্দ তুলে
ভ্রমর অলি নাচে।

হাওয়ায় দোলে ধানের চারা
ভাদর আশ্বিন মাসে,
খালে বিলে পাপড়ি মেলে
শাপলা শালুক হাসে।

নীল গগনে মেঘবালিকা
বাইছে হাওয়ায় খেয়া,
শিশির সিক্ত ভোরেরবেলা
ফুটছে কদম কেয়া।

আগমনীর গান বেজে যায়
সবার ঘরে ঘরে,
ওই আসে মা দুগ্গা আমার
কাশবনের পথ ধরে।

একমেয়ে

নিমাই মাইতি

এক মেয়ে পড়ে লেখে এক মেয়ে শোনে
একজন ছবি আঁকে একজন ধ্যানে।
এক মেয়ে ফুল তোলে এক মালা গাঁথে
দু'জনেই পাশাপাশি হেঁটে যায় সাথে।

এক মেয়ে খেলা করে এক মেয়ে পাশে
এক মেয়ে পরী হলে আকাশে এক ভাসে।
একজন পাখি হলে একজন ওড়ে
এক মেয়ে পথে এলে এক মেয়ে ঘোরে।

এক মেয়ে গান করে একমেয়ে সুর
দু'মেয়ে ভাবে বসে চাঁদ কত দূর।
দু'জনেই এক মেয়ে এক তাদের মন
একই সাথে রাতদিন থাকে সারাক্ষণ।

গাত্রহরিদ্রা

পিঙ্কি ঘোষ

শিশির ভেজা মাটির বুকে
আদর পিয়াসী শিউলির সজ্জা
আলপনা আঁকে ভোরের আলোয়,
তোমার জীবন থেকে কয়েকটা
শরৎ ঋতু ধার দিয়েছিলে আমায়...
পরিশোধ করতে পারিনি আজও।
শিউলি পাতায় শিশিরের আয়না,
মাদকতার এক সুরেলা গন্ধ,
শিউলির সাদা পাপড়িতে লেখা
আগামী শরতের দিনলিপি।
শরৎ আসে, শরৎ যায়—
নীল আকাশে স্বপ্ন ফেরি করে পরিযায়ী সাদা মেঘ,
ভোরের সোনা রঙে গাত্র হরিদ্রা করে
শিশিরে স্নাত হয় বৃন্তচ্যুত শিউলি।

৫০ বছর পর চাঁদে মানুষ পাঠাতে উদ্যোগী নাসা

আর্টেমিস মিশনকে ঘিরে স্বপ্ন একরাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে চাঁদে অবতরণ করেছিল মানুষ। নাসার অ্যাপোলো মিশনে সেই শেষবার মানুষের চন্দ্রাভিযান সম্ভবপর হয়েছিল। সেইথেকে ৫০ বছর অতিক্রান্ত। আর চাঁদের মানুষ পাঠাতে পারেনি কোনও মহাকাশ সংস্থা। নাসা, এসা, ইসরো- কেউ সফল হয়নি চাঁদের মানুষ পাঠাতে। সম্প্রতি নাসা আর্টেমিস মিশন শুরু করতে চলেছে চন্দ্রাভিযানের লক্ষ্যে, তা বারবার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ভেঙে যাচ্ছে স্বপ্ন।

মানুষ প্রথম চাঁদে যায় ১৯৬৯ সালে। সেই ঘটনা সারা পৃথিবীতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। অ্যাপোলো-১১ মিশন থেকে ১৯৬৯ সালের ২১ জুলাই চাঁদের পৃষ্ঠে পা রেখেছিলেন নীল আর্মস্ট্রং। তারপর ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তিন বছরে ৬ বার মনুষ্যবাহী মিশন হয়েছে চন্দ্রাভিযানে। চাঁদের পিঠে হেঁটেছেন মোট ১২ জন। তাঁরা ছবি তুলেছেন, পতাকা লাগিয়েছেন, পরীক্ষা চালিয়েছেন। তারপর নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে চাঁদ থেকে। শেষ অভিযান ১৯৭২ সালে। চাঁদে পৃথিবীর শেষ অতিথি ছিলেন নভোচারী ইউজিন সারনান। তারপর অর্ধশতাধী কেটে গিয়েছে আর কোনও মানুষ তাঁদের পা রাখেননি। ৫০ বছর পর নাসা উদ্যোগ নিয়েছে চাঁদে মানুষ পাঠানোর। নাসা আর্টেমিস মিশন শুরু করতে চলেছে চাঁদে মানুষ পাঠানোর জন্য। কিন্তু সেই মিশনে প্রথম দুবারের প্রচেষ্টা রীতিমতো বাধাপ্রাপ্ত হল। দুবার চেষ্টা করেও আর্টেমিস মিশনের যাত্রা শুরু করা গেল না। আর্টেমিস-১ উৎক্ষেপণ স্থগিত হয়ে গেল। আবার অপেক্ষা, কবে নাসা তাঁদের চন্দ্রাভিযানের শুরু করে।

আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এই মিশনটি নিয়েছেন চাঁদে মানুষ পাঠানোর জন্য। তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল আগেই। ২৯ অগাস্ট আর্টেমিস ১-এর যাত্রা শুরুর কথা ছিল চাঁদে জীববিজ্ঞান পরীক্ষা চালানোর উদ্দেশে। এবার মিশনে কোনও মানুষকে পাঠানো হচ্ছিল না। মানুষকে পাঠানোর জন্য পরীক্ষামূলক মিশন ছিল এটি। তা স্থগিত রাখা হল যান্ত্রিক গোলযোগে। টার্গেট ২০২৫ সালের মধ্যে আর্টেমিস মিশনে চাঁদে মানুষ পাঠানো। তবে শুধু আমেরিকা নয়, চন্দ্রাভিযানে শামিল হয়েছে রাশিয়া, ভারত, চিন, জাপান, ইজারায়েলও। ভারতের চন্দ্রযান বিক্রমের ভাগ্যে করুণ পরিণতি ঘটেছিল। চাঁদ থেকে পাথর-মাটি তুলে এনেছে চিন। ৯০ দিনের অভিযান শেষে পৃথিবীতে ফিরেছেন চিনা নভোশ্চররা। কিন্তু চাঁদে নামতে পারেনি তাঁরা। ভারত আর ইজরায়েরের রোভার চাঁদে নামতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখন প্রশ্ন কেন ৫০ বছর পর মানুষ পাঠাতে আগ্রহী হল নাসা।

চিন ২০৩০ সালের মধ্যে চাঁদে ঘাঁটি গাড়তে চাইছে। আমেরিকার সংস্থা নাসাও তাই তার আগে চাঁদে মানুষ পাঠাতে তোড়জোড় শুরু করে দিল। নাসা শুধু চাঁদে নয়, মঙ্গলেও মানুষ পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করেছে। মঙ্গল অভিযানে চাঁদের থেকে ২০ গুণ বেশি খরচ হবে। সেটা কতটা বাস্তবসম্মত হয়, তা বিবেচনা করা হচ্ছে। চাঁদে রোভার পাঠানো আর মানুষ পাঠানো এক জিনিস নয়। রোবট পাঠানো অনেক সহজ। মানুষ পাঠানো কঠিন। এ জন্য অনেক শক্তিশালী রকেটের প্রয়োজন হয়। অর্থেরও দরকার হয়। সেই পরিকাঠামো একমাত্র নাসারই রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি এই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। সেই থেকেই চাঁদে মানুষ পাঠানোর চিন্তাভাবনা শুরু হয়। তার আগে চাঁদে প্রথম কোনও বস্তু পাঠিয়েছিল রাশিয়া ১৯৫৩ সালে। মানুষ পাঠাতে

চিন, ভারত বা অন্য কারও নেই।

চাঁদে মানুষ অবতরণের এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ১৯৬২ সালে। ২০টি অ্যাপোলো মিশনের পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু চাঁদে অবতরণের পর এই মিশন গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে বলে দাবি। চাঁদের পদ মঙ্গল বা শুক্র গ্রহ টার্গেট হয় নাসার। এখন আবার চাঁদে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তখন সোভিয়েত রাশিয়াকে মহাকাশ যুদ্ধেও পরাজিত করা ছিল আমেরিকার উদ্দেশ্য। এবার আর্টেমিস মিশনের প্রেক্ষাপটে রয়েছে চিনের উত্থান। চিনকে মহাকাশ গবেষণায় টেক্কা দিতেই নাসা চাঁদে মানুষ পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এরপর তাঁদের লক্ষ্য মঙ্গল গ্রহ। আপাতত আর্টেমিস-১ কী রেজাল্ট দেয় তার উপর নির্ভর করবে পরবর্তী অভিযানগুলি। কারণ আর্টেমিস-১ মহাকাশে জীববিজ্ঞান পরীক্ষা করবে, যাতে পৃথিবীর বস্তু ব্যবহার করে মানুষ দীর্ঘক্ষণ মহাকাশে বিচরণ করতে পারে। চাঁদে নাসার নতুন মিশন আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে সবকিছু ঠিকঠাক চললে ২০২৫-এই চাঁদের বুকে প্রথম মহিলা পা রাখতে পারবেন। সেই উদ্দেশে আর্টেমিস-১ ৪২ দিন ধরে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করবে। নাসার পরবর্তী স্বপ্ন ২০৩০ সালের মধ্যে মঙ্গলের মাটিতে প্রথম পা দেওয়া।

সৌর ঝড় বাড়ছে, সূর্যে আগুনের গিরিখাত

নিজস্ব প্রতিনিধি: পৃথিবীর উপর ফের আছড়ে পড়েছে সৌর-ঝড়। ফলে পৃথিবীর ভূ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। সূর্যের তীব্র কার্যকলাপে বারবার অগ্ন্যুৎপাত হয়ে চলেছে। বর্তমান সৌর-চক্র সর্বোচ্চ ক্রিয়াকলাপের অবস্থায় পৌঁছেছে। এর ফলে সংখ্যায় অনেক বেশি তৈরি হচ্ছে সৌর ঝড়। আবার সেই ঝড়ের ফলে উচ্চ গতির কণা এবং করোনাল ভর নির্গমন হয়েই চলেছে।

সৌরজগতের নক্ষত্র সূর্য থেকে সৃষ্টি ভূ-চৌম্বকীয় ঝড় আঘাত করছে পৃথিবীতে। তার ফলে প্রভাব পড়ছে পৃথিবীর ভূ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে। সম্প্রতি ভূ-চৌম্বকীয় ঝড় আঘাত হানে পৃথিবীতে। সৌর প্রবাহের সঙ্গে ছোটো এই জি-ওয়ান শ্রেণির ঝড়ের ফলে অরোরা ও রেডিও ব্ল্যাক আউট তৈরি করে। স্পেস ওয়েদার ডট কমের তরফে সৌর কার্যকলাপ ট্র্যাক করে বলা হয়েছে, গ্রহের উচ্চ অক্ষাংশ এলাকায় আরও অরোরা ট্রিগার হতে পারে।

ভূ-চৌম্বকীয় ঝড় হল পৃথিবীর চৌম্বকমণ্ডলের একটি প্রধান ব্যাঘাত যার ফলে সৌর-বায়ু থেকে পৃথিবীর চারপাশের মহাকাশে শক্তির আদান-প্রদান হয়। এই ভূ-চৌম্বকীয় ঝড় ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ সেপ্টেম্বর মধ্যহ্ন পর্যন্ত জারি থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশের আবহাওয়া বিষয়ক সংস্থা নোয়া পূর্বাভাসে তা জানিয়েছিল। ভূ-চৌম্বকীয় ঝড় সৃষ্টিকারী সৌর বায়ু সূর্যের বায়ুমণ্ডলের একটি বড় গর্ত থেকে ঘণ্টায় ২,১৬,০০০ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। ঝড়টি প্রত্যাশিত সময়ের থেকে দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। সেই কারণেই ভূ-চৌম্বকীয় কার্যকলাপ ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছিল মহাকাশ আবহাওয়া সংস্থা। আর সেটাই হয়েছে। এর আগে একাধিকবার ভূ-চৌম্বকীয় ঝড় পৃথিবীর বুকে আঘাত হেনেছে। মহাকাশ বিষয়ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সংস্থা রয়েছে সেই নোয়া গত সপ্তাহে এমনই একটি রেডিও ব্ল্যাক আউটের খবর দিয়েছিল।

ওই ভূ-চৌম্বকীয় ঝড়ের ফলে একাঝধিক এম ক্লাস সোলার ফ্লেয়ার পৃথিবীতে আঘাত হানে। সৌর শিখা হল সূর্য থেকে আসা বিকিরণের তীব্র বিস্ফোরণের ফল, যা আলোর উজ্জ্বল ঝলক হিসেবে দেখা যায়। ভূ-চৌম্বকীয় ঝড়ের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সূর্যের উপরে আগুনের একটি গিরিখাত থেকে আসে। আগুনের গিরিখাত থেকে কয়েকদিন পর পরই তা আসতে শুরু করে, যখন সূর্যের দাগ অস্থির হয়ে ওঠে এবং বিস্ফোরিত হয়। ওই খাদটি পৃথিবীকে গ্রাস করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল বলে জানিয়েছে নোয়া। সূর্য গত সপ্তাহে মোট ৩২টি করোনাল ভর নির্গমন ও ২৪টি সৌর শিখা এবং দুটি নতুন সক্রিয় অঞ্চল তৈরি করেছে।

শরতের মোহময়ী আকাশে আলোক সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: শরতের আকাশে হতে চলেছে অনেক গ্রহ-তারার সমাবেশ। রাতের আকাশকে আলোয় ভরিয়ে তুলবে সেইসব গ্রহ-নক্ষত্র। তার মধ্যে পূর্ণ চাঁদ মোহময়ী রূপে প্রতিভাত হবে। চাঁদ হবে সেই সমাবেশের মধ্যমণি। কিন্তু কখন দেখতে পাবেন সেই মহাজাগতিক দৃশ্য, তা জানতে উৎসুক মহাকাশপ্রেমী মানুষেরা। তাঁদের কৌতুহল মেটাতে নাসা জানিয়েছে সম্ভাব্য সময়। সেপ্টেম্বরের শুরুতেই দেখা যাচ্ছে কমলা রঙের তারা অ্যালডেবারনের কাছে মঙ্গলকে। তা ক্রমে লালচে বেটেলজিউসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর ফলে সন্ধ্যার আকাশে লাল ত্রিভুজ তৈরি করবে। তারই মধ্যে আবার হার্ভেস্ট মুন দেখা যাবে ১০ সেপ্টেম্বর। ভোরের আকাশে মিলিত হবে বৃহস্পতি, শনি আর পূর্ণ চন্দ্র। পুজোর আগে শরতের আকাশ এক অন্য রূপে নজরে আসে। দিনের বেলায় পেঁজা তুলোর মতো আকাশ দেখা যায়। আর রাতে নক্ষত্র সমাবেশ। কত যে রূপের ছটা

ছড়িয়ে পড়ে আকাশকে উজ্জ্বল করে তোলে, তা থেকে চোখ ফেরানো দায়। তার উপর বৃহস্পতি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো প্রতিভাত হবে। বৃহস্পতির চারটি চাঁদকে আকাশে তারার মতো বিন্দু হিসেবে দেখা যাবে। সন্ধ্যার আকাশে 'লাল ত্রিভুজ' থেকে শুরু করে ভোরের আকাশে 'গ্রহের সমাবেশ'- সব মিলিয়ে পৃথিবীর আকাশ মহাজাগতিক হয়ে উঠবে এই শরতে। তারপর ১১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার আকাশে বৃহস্পতি থেকে মাত্র আঙুল কয়েক দূরে দেখা যাবে চাঁদকে। টেলিস্কোপ বা দূরবিনের মাধ্যমে স্পষ্ট দেখা যাবে সেই দৃশ্য। বৃহস্পতি সম্পূর্ণরূপে সূর্যের বিপরীত অবস্থানে রয়েছে। এর ফলে রাতের আকাশে এই সময়ে চাঁদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে বৃহস্পতিকে। চাঁদকে যেমন উজ্জ্বল দেখা যায়, বৃহস্পতিও চাঁদের পাশে থেকে উজ্জ্বলতর রূপে দেখা যাবে। বৃহস্পতি সারা রাত পরিষ্কার আকাশের নীচে দৃশ্যমান হবে।

শুধু উজ্জ্বল বৃহস্পতিকেই নয়, বৃহস্পতির চারটি চাঁদকেও তারার মতো ছোট্ট আলোর বিন্দুতে দেখা যাবে পৃথিবীর আকাশে। নাসার জুনো মহাকাশ যান, যেটি বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করছে, এই সময়েই তা বৃহস্পতির বরফের চাঁদের ছবি ও ডেটা পাঠাবে। সকালের আকাশে বৃহস্পতি আর শনিকে দেখা যাবে পুরো মাসের জন্য। দু'পাশে বৃহস্পতি ও শনি, মাঝে চাঁদ। ৯ সেপ্টেম্বর রাতের পর যে ভোর আসছে সেই ভোরের আকাশে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বৃহস্পতি, শনি ও চাঁদকে একসঙ্গে দেখা যাবে। তারপর ত্রয়ী পশ্চিমমুখী হবে। ওইদিন পূর্ণিমা অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রকে পাওয়া যাবে গ্রহের সমাবেশে। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে বৃহস্পতি একটু নীচে নেমে যাবে, শনি সরে যাবে পশ্চিমাকাশে।

কোনও বল না খেলেই ৯ রান পাকিস্তানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: মধুশঙ্কার প্রথম বলটি নো বল হয়। পরের চারটি বল ওয়াইড হয়। যার মধ্যে তিন নম্বর ওয়াইডের বলটিতে আবার চার রান পায় পাকিস্তান। যদিও তারা এই বাড়তি পাওনাকে কাজে লাগাতে পারেনি।

এশিয়া কাপের ফাইনালে এক অনন্য নজির গড়ে ফেলল পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা দুই দল। ম্যাচের প্রথম আইনসিদ্ধ বল বা বলা ভাল ইনিংসের প্রথম আইনসিদ্ধ বল হওয়ার আগে সর্বাধিক রান করার নজির যেমন গড়ল পাকিস্তান। তেমনি সর্বাধিক রান দেওয়ার নজিরও গড়ল শ্রীলঙ্কা। এশিয়া কাপের ফাইনালে রান তাড়া করতে নামা পাকিস্তান দল কোনও বল না খেলেই নয় রান করে ফেলে। যা আন্তর্জাতিক

লজ্জার রেকর্ড গড়েও এশিয়া-সেরা শ্রীলঙ্কা

ক্রিকেটে নয়া নজির।

পাকিস্তানের ইনিংসের প্রথম ওভারে দিলশান মধুশঙ্কা বল করছিলেন মহম্মদ রিজওয়ানকে। তার করা প্রথম বলই নো হয়। এরপরেই ফ্রি হিট এবং পরপর ওয়াইড দেন তিনি। এর মধ্যে একটা ওয়াইড, বাই চার হয়েছে। আর তাতেই তারা গড়ে ফেলে অনন্য নজির। এর আগে এই নজির হয়েছিল ২০১৯ সালে। সেবার ম্যাচটা ছিল কেনিয়া বনাম উগান্ডার। সেখানে কোনও বল না খেলেই হয়েছিল ৭ রান।

এদিন মধুশঙ্কার প্রথম বলটি নো বল হয়। পরের চারটি বল ওয়াইড বল হয়। যার মধ্যে তিন নম্বর ওয়াইডের বলটিতে আবার চার রান পায় পাকিস্তান। যদিও তারা এই বাড়তি পাওনাকে কাজে লাগাতে পারেনি। দিনের শেষে তাদের ম্যাচ হারতে হয়েছে ২৩ রানে। আর পাকিস্তানকে হারিয়ে তাদের ষষ্ঠ এশিয়া কাপ জিতে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা।

টি-২০ বিশ্বকাপে পন্থ-কার্তিক যাচ্ছেন দু'জনেই, ফিরলেন বুমরাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছেন 'ফিনিশার' দীনেশ কার্তিক। তারই মধ্যে চোট সারিয়ে ভারতীয় দলে ফিরলেন জসপ্রীত বুমরাহ এবং হর্ষল প্যাটেল। তবে দলে নেই মহম্মদ শামি।

জায়গা হল না সঞ্জু স্যামসনের। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ঋষভ পন্থের উপরেই আস্থা রাখল ভারত। পন্থের সঙ্গে উইকেটকিপার হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছেন দীনেশ কার্তিক।

বিশ্বকাপে কারা কারা যাবেন, তা মোটামুটি নিশ্চিত ছিল। কয়েকটি জায়গা নিয়েই মূলত লড়াইটা ছিল। বিশেষত পন্থের পরিবর্তে রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক সঞ্জুকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন অনেকে। কারণ টি-টোয়েন্টি স্টাইলে টেস্টে ব্যাপক সাফল্য পেলেও সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাটে একেবারে ছন্দে নেই পন্থ। একাধিক সুযোগ পেয়েও নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি।

সার্বিকভাবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে পন্থের গড় ২৩.৯৪। স্ট্রাইক রেট ১২৬.৬১। চলতি বছর তাঁর গড় ২৫.৯১-তে ঠেকেছে। স্ট্রাইক রেট ১৩৩.৪৭। উলটো-পালটা শট খে

লেও আউট হচ্ছেন। অন্যদিকে, আইপিএলে সঞ্জুর স্ট্রাইক রেট ছিল ১৪৬.৭৯। গড় ২৯-র কাছে। যদিও শেষপর্যন্ত পন্থেই আস্থা রেখেছেন ভারতীয় নির্বাচকরা। সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ায় সাফল্য এবং বাঁ-হাতি ব্যাটার হওয়ার সুবাদে তাঁকে দলে রাখা হয়েছে। তবে প্রথম একাদশে থাকার জন্য কার্তিকের সঙ্গে জোরদার লড়াই হবে (রাহুল ওপেনিংয়ে থাকবেন)।

তারইমধ্যে চোট সারিয়ে ভারতীয় দলে ফিরেছেন বুমরাহ এবং হর্ষল। চোটের জন্য এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন দুই ভারতীয় তারকা। তার ফলে ভারতের বোলিং যথেষ্ট ধাক্কা খেয়েছিল। বুমরাহ এবং হর্ষল ফেরায় ডেথ ওভারে অনেকটা স্বস্তি পাবেন রোহিত শর্মা। পাওয়ার প্লে'র জন্য তাঁর হাতে থাকছেন ভুবনেশ্বর কুমার। যদিও অনেকেই ভুবির পরিবর্তে মহম্মদ শামিকে দলে নেওয়ার দাবি তুলেছিলেন। বিশেষত অস্ট্রেলিয়ায় বল সুইংয়ের সম্ভাবনা কম। যদিও ভুবিতেই আস্থা রেখেছে ভারতীয় বোর্ড। স্ট্যান্ড বাই হিসেবে থাকছেন শামি।

অন্যদিকে, স্পিনার হিসেবে যুজবেন্দ্র চাহাল 'অটোমেটিক চয়েস' ছিলেন। তাঁর সঙ্গী কে হবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। শেষপর্যন্ত লেগস্পিনারের সঙ্গী হিসেবে রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তৃতীয় স্পিনার এবং চতুর্থ স্পিনার হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছেন অক্ষর প্যাটেল এবং দীপক হুডা। অক্ষরের দলে থাকার সুযোগ ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্র জাদেজা চোট পাওয়ায় তাঁর সামনে বিশ্বকাপের দরজা খুলে গিয়েছে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দল

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), কেএল রাহুল (সহ-অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, দীপক হুডা, ঋষভ পন্থ (উইকেটকিপার), দীনেশ কার্তিক (উইকেটকিপার), হার্দিক পান্ডিয়া, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, যুজবেন্দ্র চাহাল, অক্ষর প্যাটেল, জসপ্রীত বুমরাহ, ভুবনেশ্বর কুমার, হার্ষাল প্যাটেল, অর্শদীপ সিং।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দলের স্ট্যান্ডবাই

মহম্মদ শামি, শ্রেয়স আইয়ার, রবি বিষ্ণোই এবং দীপক চাহার।

জাবেউরকে উড়িয়ে ইউএস ওপেনের নতুন রানি ইগা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইউএস ওপেনে মেয়েদের সিঙ্গলসে তিউনিশিয়ার অনস জাবেউরকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে কেরিয়ারের তৃতীয় এবং মরশুমের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লাম জিতে নিলেন ইগা স্বোয়াতেক। এর আগে ইগা ২০২০ এবং এই বছর ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতেছেন। হার্ড কোর্টে এটি তাঁর প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা। তিনি এখন বিশ্বের এক নম্বর তারকা। আর ইউএস ওপেনে মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে খেললেনও এক নম্বর তারকার মতোই দাপট দেখিয়ে। বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম ইউএস ওপেনে মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে তিউনিশিয়ার অনস জাবেউরকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে কেরিয়ারের তৃতীয় এবং মরশুমের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লাম জিতে নিলেন ইগা স্বোয়াতেক। এর আগে ইগা ২০২০ এবং এই বছর ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতেছেন। হার্ড কোর্টে এটি তাঁর প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা। খেলার ফল ইগার পক্ষে ৬-২, ৭-৬ (৭-৫)।

গত কয়েক বছর ধরেই মেয়েদের টেনিসে বহু নতুন তারকার উত্থান ঘটেছে। কিন্তু সে অর্থে কেউই ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেননি। দু'-একটা করে গ্র্যান্ড স্লাম পেলেও, কেউই ধারাবাহিক ভাবে দাপট দেখাননি। সেখানে পরিসংখ্যান বলছে, ইগা অনেক বেশি ধারাবাহিক। স্বাভাবিক ভাবে পোল্যান্ডের সুন্দরী ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর, অনেকেই মনে করছেন, সেরেনা উইলিয়ামসের বিদায় মঞ্চেই হয়তো টেনিস দুনিয়া পেয়ে গেল তাদের নতুন রানিকে।

এই মরশুমে ইউএস ওপেন নানা কারণে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে। তার মধ্যে সেরেনা উইলিয়ামসের অবসর ঘটনা সবচেয়ে আলোচ্য ছিল এত দিন। আর এরই মাঝে ফ্লাশিং মিডোয় প্রথম বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইগা কিন্তু কেড়ে নিলেন সব ফোকাস। ফাইনালে শুরু থেকেই ইগা আক্রমণাত্মক মেজাজ নিয়েই কোর্টে নেমেছিলেন। যে কারণে প্রথম সেটে একেবারে খড়কুটোর মতোই জাবেউরকে উড়িয়ে দেন পোল্যান্ডের তরুণী। মাত্র ৩০ মিনিটে ৬-২ প্রথম সেট জিতে নেন ইগা। তবে দ্বিতীয় সেটে অবশ্য হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। শেষ পর্যন্ত ৭-৬ (৭-৫) দ্বিতীয় সেট জিতে চ্যাম্পিয়নের মুকুট ওঠে ইগার মাথায়। লড়াই চলল ১ ঘণ্টা ৫১ মিনিট।

২০২০ ফরাসি ওপেন খেতাব জিতে নজির গড়েছিলেন ইগা। পোল্যান্ডের প্রথম মহিলা হিসেবে গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের নজির গড়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে পোল্যান্ডের প্রথম মহিলা হিসেবে ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। জাবেউর আবার এই বছর উইম্বলডনের ফাইনালেও উঠেছিলেন। এ বার যুক্তরাষ্ট্র ওপেন। তিউনিশিয়ার তারকাকে দু'টি মেজরের মঞ্চেই রানার্স হয়েই থাকতে হল।

ইউএসওপেন জিতে কনিষ্ঠতম এক নম্বর আলকারাজ

টিনএজার গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়নের তালিকায় স্থান পেলেন ৭ নম্বরে

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেনিস বিশ্বে বর্তমানে নতুন 'পোস্টার বয়' স্পেনের বছর ১৯-এর কার্লোস আলকারাজ। নরওয়ের ক্যাসপার রুডকে ফ্লাশিং মিডোয় হারিয়ে কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম হাতে তুলে নিয়েছেন কার্লোস। একইসঙ্গে দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কার্লোস। এবং বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর স্থানাধিকারী কনিষ্ঠতম প্লেয়ারও হলেন কার্লোস। তিনি ভাঙলেন লিটন হিউইটের রেকর্ড। তিনি ২০ বছর বয়সে বিশ্বের এক নম্বর হয়েছেন। এ বারের ইউএস ওপেনের ফাইনালে তিন ঘণ্টা ২০ মিনিট লড়াইয়ের পর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পেয়েছেন কার্লোস। অন্যদিকে রুড এই নিয়ে চলতি বছরে দুটি গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনালে উঠেছিলেন। কিন্তু দু'বারই তাঁকে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট হতে হয়েছে। কার্লোস মাত্র ১৯ বছর বসয়েই গ্র্যান্ড স্লামের মালিক হয়েছেন। তিনি প্রথম প্লেয়ার নন, যিনি এত কম বয়সে গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন। এই তালিকায় তাঁর আগে রয়েছেন আরও কয়েকজন টেনিস প্লেয়ার।

কম বয়সে গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী টেনিস প্লেয়ারদের তালিকা ক্রমান্বয়ে—

১) মাইকেল চ্যাং— সব চেয়ে কম বয়সে গ্র্যান্ড স্লাম জেতা প্লেয়ারদের তালিকায় এক নম্বরে রয়েছেন প্রাক্তন আমেরিকান টেনিস কিংবদন্তি মাইকেল চ্যাং। তিনি১৯৮৯ সালে ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর ১১০ দিন।

২) বরিস বেকার— বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর টেনিস তারকা বরিস বেকার এই তালিকায় রয়েছেন দুই নম্বরে। ১৯৮৫ সালে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম পেয়েছিলেন বরিস। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর ২২৮ দিন।

৩) ম্যাটস উইল্যান্ডার— সুইডিশ কিংবদন্তি ম্যাটস উইল্যান্ডার ১৯৮২ সালে রোলা গাঁরোতে প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছিলেন, মাত্র ১৭ বছর ২৯৩ দিন বয়সে।

৪) বিয়ন বর্গ— অপর এক সুইডিশ কিংবদন্তি বিয়ন বর্গও এই তালিকায় রয়েছেন। ১৮ বছর বয়সে তিনি প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালে রোলা গাঁরোতে এই সাফল্য ধরা দিয়েছিল বিয়নের র‍্যাকেটে।

৫) রাফায়েল নাদাল— ২২টি গ্র্যান্ড স্লামের মালিক, স্প্যানিস টেনিস তারকা রাফায়েল নাদাল এই তালিকায় পাঁচ নম্বরে রয়েছেন। ২০০৫ সালে ফরাসি ওপেন খেতাব জয়ের মাধ্যমে কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্লামের স্বাদ পেয়েছিলেন রাফা। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল ১৯ বছর।

৬) পিট সাম্প্রাস— সবথেকে কম বয়সে গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন হওয়া প্লেয়ারদের তালিকায় ছয় নম্বরে রয়েছেন আমেরিকান কিংবদন্তি পিট সাম্প্রাস। তিনি ১৯ বছর ২৯ দিনের মাথায় ১৯৯০ সালে ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

পতাকা
চা

আমারই মতো
আমার
পতাকা

গজব কা স্বাদ

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf og 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com

Vol: 7 Issue:43, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111